ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-123 ■ 9 February, 2025 ■ আগরতলা ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৬ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৭ বছর পর দিল্লিতে ফুটল পদ্ম

বিজেপি - ৪৮ আম আদমি পার্টি - ২২

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। দিল্লিতে বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলো। ৭০টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই পেল ৪৮টি আসন। অন্যদিকে, আম আদমি পার্টির দখলে গেল ২২টি আসন। কংগ্রেস একটি আসনও পায়নি। ফলাফলের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ি দিল্লিতে বিজেপি সরকারই গড়তে চলেছে। রাজনৈতিক মহলের ধারনা, সমীক্ষার হিসেবেই মিলে গেল। ২৭ বছর পর বিজেপি রাজধানী দখল করলো।

৭০ আসন বিশিষ্ট দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে সরকার গঠনের জন্য দরকার ৩৬টি আসন। দিল্লিতে এবার খারাপভাবে হেরেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি। কংগ্রেসের অবস্থা আরও শোচনীয়। দিল্লিতে এবারও খাতা খুলতে পারেনি কংগ্রেস।

দিল্লিতে জয়ের জন্য বিজেপিকে অভিনন্দন জানালেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার এক ভিডিও বার্তায় কেজরিওয়াল বলেছেন, "দিল্লির ভোটের ফল প্রকাশিত। জনতার এই রায় আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। বিজেপিকে জয়ের জন্য অভিনন্দন। যে আশা নিয়ে মানুষ তাঁদের ভোট দিয়েছেন, আশা করি তাঁরা তা পূরণ করব। গত ১০ বছরে আমরা অনেক কাজ করেছি। দিল্লিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল সব ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করেছি।'

অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'রাজধানীর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের চেষ্টা করেছি। এখন দিল্লির মানুষের রায় অনুযায়ী আমরা এখানে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করব। সমাজসেবা এবং মানুষের হিতার্থে কাজ চালিয়ে যাব। মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকব। রাজনীতিতে আমরা কোনও লাভের আশা নিয়ে আসিনি। রাজনীতি হল মানুষের জন্য কাজ করার মাধ্যম। সেই কাজ আমরা করে যাব। দলের সব কর্মীকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। তাঁরা এই নির্বাচনের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন

দিল্লিতে বিজেপির জয়ে খুশি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। দিল্লিবাসীকে আশ্বস্ত করে গড়করি বলেছেন, দিল্লিকে দূষণ-মুক্ত করা হবে। দিল্লিকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর শহর বানাতে চাই আমরা। শনিবার নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতিন গড়করি বলেছেন, 'বিজেপির প্রতি দিল্লির

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই পেশ হবে ক্যাগ রিপোর্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। দিল্লি বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই ক্যাগ (সিএজি) রিপোর্ট পেশ করবে বিজেপি সরকার।

দিল্লি জয়ের পর বিজয়ী বক্তৃতায় এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয়, দিল্লিকে দুর্নীতিমুক্ত করা এবং উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার গ্যারান্টিও দেন তিনি।

দিল্লি বিধানসভায় জেতার পর শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিজেপির প্রধান কার্যালয় থেকে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্নীতিমুক্ত দিল্লি গড়ার ডাক দিয়ে মোদী জানান, বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করবে তাঁর দল।

দিল্লি বিধানসভায় বিজেপির জয়ের পর শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে বিজয়ী ভাষণ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেষ করেন ৭টা ৩৫ মিনিট নাগাদ। এদিন তিনি তাঁর বক্তব্যে নিশানা করেন কংগ্রেসকে।

বলেন, কংগ্রেস একটি পরজীবী দল। যে বিশ্বাস করবে, হাত ধরবে সেই হারবে। তিনি বলেন, কংগ্রেস দিল্লিতে হারের ডবল হ্যাট্রিক করেছে। তারা পরপর ৬ বার একটাও আসন পায়নি। অথচ এই দলটা দেশের সবথেকে পুরোনো দল।

আপ-এর পরাজয় নিশ্চিত ছিল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। *দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপ-এর পরাজয় নিশ্চিত ছিল। কারণ, আপ সরকার দুর্নীতিতে নিম্মজ্জিত। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির পূর্বতন আপ সরকারের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।*

এদিন তিনি বলেন, দীর্ঘ বছর পর দিল্লিবাসী বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। কারণ, আপ সরকার দুর্নীতিতে নিম্মজ্জিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবারের বিজেপি সরকার ফলাফল ভালো ফলাফল করেছে। তাঁর কথায়, বিভিন্ন এক্সিটপোল দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল।

দিল্লি পরাজয় থেকে বিরোধীদের শিক্ষা নেওয়া উচিত ঃ রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। *দিল্লি পরাজয় থেকে ত্রিপুরার বিরোধীদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। কারণ, মানুষকে বিভ্রান্ত করে কোনো নির্বাচনে জেতা যায়না। আজ ২৭ বছর পর দিল্লি নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ে মোহনপুরে বিজয় মিছিলে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।*

এদিন মন্ত্রী বলেন, দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির তাবড়-তাবড় নেতা মন্ত্রীরা হেরেছেন। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়। মানুষ আবার প্রমাণিত করেছে বিজেপির নীতিই আসল নীতি। আগামীদিনে অবিজেপি রাজ্যগুলোও নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, বলে দাবি তাঁর। ওই রাজ্যগুলি আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবে বলে,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আপ মুক্ত দিল্লি ঃ সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। *আপ মুক্ত হয়েছে দিল্লি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রচন্ড বহুমত নিয়ে দিল্লির মসনদে বসতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আজ দিল্লিতে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।*

এদিন তিনি বলেন, গোটা দিল্লিবাসী আজ প্রমাণ করে দিয়েছে দিল্লির "হৃদয়ে মোদী" রয়েছে। তিনি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিরাট জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি আজ পাপ মুক্ত হয়েছে সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। *আম আদমি পার্টির পাপ থেকে আজ দিল্লি মুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কার্যত সমগ্র দেশবাসী মুক্তি পেয়েছেন। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় এভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মানুষের আস্থা, অমিত শাহের রণকৌশল এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পাপ, এই ত্রয়ীর সমীকরণে দিল্লিতে বিজেপির জয় সম্ভব হয়েছে।*

প্রসঙ্গত, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব-কে বিজেপি গুরুদায়িত্ব দিয়েছিল।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি জয়ে রাজ্যে বিজেপির উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লিতে ঐতিহাসিক জয় হয়েছে বিজেপির। গত ২৭ বছর পর দিল্লির মসনদে বসতে চলেছে বিজেপি। আজ দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই বাজনা নিয়ে বিজেপি কর্মীরা আনন্দ উল্লাসে মেতেছেন। আবির খেলা এবং বাজি পুড়ানো শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। দিল্লির বিরাট জয়কে কেন্দ্র করে বিজেপি আগরতলায় বিজয় মিছিল করেছে। এদিনের মিছিলেও বিজেপির সদর কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে আগরতলার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। গেরুয়া আবিরে আজ রাজপথ রঙিন হয়ে গেছে। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস নিয়ে বিজেপি কার্যকর্তারা সুবিশাল মিছিলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধের পচাগলা দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। নিজ বসত ঘরে এক বৃদ্ধের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় বিলোনিয়ার বাশ পাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান দশ থেকে পনের দিন আগে মৃত্যু হয়েছে এই ব্যাক্তির।

আজ নিজ বাড়ির বসত ঘর থেকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট বিরোধীতায় রাস্তায় নামবে কর্মচারী সমন্বয় সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধীতা এবং পুরানো পেনশন নীতি চালুর দাবিতে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতি এইচ বি রোডে এক মিছিলের ডাক দিয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মহুয়া রায়।

পাশাপাশি, এদিন তিনি আরও বলেন, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। তিনি আর বলেন, কিছুদিন পূর্বে রাজ্যে আসা ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে বিভিন্ন দাবি নিয়ে দেখা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা। কিন্তু দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি তাদের। আজ এই সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থ কমিশনের উদ্দেশ্যে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে ১০ দফা দাবি সনদ যা তুলে দিয়েছিল তা তুলে ধরেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৩৭০ কোটি টাকার বিনিয়োগের জন্য ৮৭ উদ্যোগপতির মউ স্বাক্ষর

রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আকর্ষিত করেছে বিনিয়োগকারীদের ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করেছেন ৮৭ জন উদ্যোগপতি। বিভিন্ন শিল্প খাতে এই বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩, ৭০০ কোটি টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিশেষভাবে আকর্ষিত করছে বিনিয়োগকারীদের।শনিবার আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা" বিজনেস কনক্লেভে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএমএস'র দ্বন্দ্বে জ্বালানির সংকট প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ ফেব্রুয়ারি।। ধর্মনগরে বিএমএস-এর দ্বন্দ্বে পেট্রোল-ডিজেল সংকট দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিএমএস-এর দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ওয়েল ট্যাঙ্কার পরিবহন বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পেট্রোল ও ডিজেলের সংকট সৃষ্টি হয়, যা সাধারণ জনগণের জন্য চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।ধর্মনগরের সরলা পেট্রোল পাম্পসহ আশপাশের এলাকায় জ্বালানি না থাকায় যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ব্যবসা ও পরিবহন পরিষেবাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে, গতকাল রাতে জেলা শাসকের নির্দেশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে ঘোষণা করা হয় যে, তেল সরবরাহে বাধা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
২৬ মাঘ, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সুর নরম ইউনূসের !

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তেজনাপ্রবণ হইতে শুরু করিয়াছে। ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। বাস্তব পরিস্থিতি অনুভব করিতে পারিয়া ইউনুস দেশবাসীর কাছে শান্তির বার্তা পাঠাইয়াছেন।

গুঁড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের ধানমন্ডির বাড়ি। একাধিক ক্ষত নিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বাড়িটির কঙ্কালসার চেহারা। আর এই ঘটনার জন্য বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকেই দুষিয়াছেন ইউনূস। তাঁহার দাবি ছিল, 'সবের মূলে ছিল হাসিনার উস্কানিমূলক বিবৃতি।' কিন্তু শুক্রেই সুর নরম ইউনূসের। সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখিতে নাগরিকদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানাইতে শোনা গিয়াছে তাঁহাকে। এখানেই শেষ নয়, শেখ হাসিনার পরিবারের সম্পত্তি ধ্বংস থেকে বিরত থাকা এবং আওয়ামি লিগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উপরে আক্রমণ না করিবা আবেদনও করিয়াছেন তিনি। কিন্তু, কেন হঠাৎ ইউনূসের সুর বদল? গত দু'দিন ধরে যখন ধানমন্ডিতে তাণ্ডব চলছিল, তখন কেন কোনও পদক্ষেপ করিল না ইউনূস প্রশাসন? কেন লাগল ৪৮ ঘণ্টা সময়? তাহা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে ওয়াকিবহাল মহল। অভিজ্ঞ মহলের কথায়, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলার ঘটনায় ঘরে-বাইরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়িয়াছেন ইউনূস এবং তাঁহার প্রশাসনের 'নিষ্ক্রিয়তা'। নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' (এইচআরডব্লিউ) এ ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট জানাইয়াছে, আওয়ামি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ন্যায্য হআলেও আইনের লঙ্ঘন কোনওভাবেই ঠিক নয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গাতে আওয়ামি লিগ নেতাদের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর এবং সম্পত্তি রক্ষায় ইউনূস প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছে এইচআরডব্লিউ। আর সেখানেই এ কথা বলা হইয়াছে।শুধু এইচআরডব্লিউ নয়, 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ'(টিআইবি)-ও গত দু''দিন ধরিয়া বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। দায়সারা বিবৃতি নয়, ইউনূস সরকারকে কড়া পদক্ষেপ করিতে হইবে, স্পষ্ট বার্তা তাহাদের। তাৎপর্যপূর্ণভাবে টিআইবি-র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামানও এই বিবৃতিতে সই করিয়াছেন। তিনি নিজে অন্তর্বর্তী সরকারের নানা কাজে জড়িত। আওয়ামি লিগের অংশগ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশে পরবর্তী নির্বাচন করিবার পক্ষে জোরাল সওয়াল করিয়াছিলেন তিনি।'এছাড়াও ধানমন্ডির ঘটনার প্রতিবাদে সরব হইয়াছেন বাংলাদেশের ২৬ জন বুদ্ধিজীবীও। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ধ্বংসের দায় তাঁহারা সরাসরি চাপাইয়াছেন ইউনূসের ঘারেই। পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীর ভূমিকা নিয়াও প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাঁহারা। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রহিয়াছেন নুর খান, শাহনাজ হুদা, নোভা আহমেদ, সারা হোসেন, সুলতানা কামাল, আশেদা কে চৌধূরী, খুশী কবিরের মতো ব্যক্তিত্বরা। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলি কার্য্যত নীরব দর্শক ছিল বলিয়াও মত তাঁহাদের। বৃহস্পতিবার ধানমন্ডির ঘটনা নিয়া ইউনূসের শুধুমাত্র হাসিনাকে দোষারোপ করা নিয়াও শান্তিতে নোবেলজয়ীর ভূমিকা বিভিন্ন মহলে প্রশ্নের মুখে পড়িয়াছে। ফলে ঘরে-বাইরে 'চাপের মুখ' সুর নরম করিয়াছেন ইউনূস, মত ওয়াকিবহাল মহলের।

রবিবার ম্যাকগ্রার জন্মদিন

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ডোনাল্ড ম্যাকগ্রা। বিশ্ব ক্রিকেটের বিখ্যাত ফাস্ট বোলার। জন্ম: ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৭০, ডুব্বো, নতুন দক্ষিণ ওয়ালসে। তিনি ক্রিকেটের ইতিহাসে উচ্চভাবে প্রশংসিত এক ফাস্ট বোলার। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত তিনি বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করেছেন। তার হাত ধরে অস্ট্রেলিয়া অনেক সাফল্য পেয়েছে। একসময় তিনি ফাস্ট বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ৯৪৯টি উইকেট শিকার করেছেন।

ম্যাকগ্রা ১৯৯৬ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৪টি বিশ্বকাপ খেলেন। এরমধ্যে অস্ট্রেলিয়া ৪বারই ফাইনালে যায় এবং ৩ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। ম্যাকগ্রা বিশ্বকাপে ৭১টি উইকেট নেন, যা বিশ্বকাপ রেকর্ড।

ম্যাকগ্রা'র টেস্ট কেরিয়ার ছিল অসাধারণ, তিনি ৮০টির উপরে টেস্ট ম্যাচ জয় করেন ও ৫৬৩টি উইকেট নেন। শেন ওয়ার্ন, ব্রেট লি ও জেসন গিলেস্পির সাথে তার বোলিং জুটি খুবই জনপ্রিয় ছিল।

২০০৮ সালে ম্যাকগ্রা অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়ার সদস্য হন। ২০১৩ সালে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন।

২০০৮ সালেই ম্যাকগ্রার প্রথম স্ত্রী জেন ম্যাকগ্রা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পর ম্যাকগ্রা 'জেন ম্যাকগ্রা' সংগঠন তৈরি করেন, যার প্রধান ম্যাকগ্রা।এই সংগঠনের প্রাপ্ত অর্থ স্তন ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলাদের চিকিৎসায় ব্যয় করা হয়।

রবিবার ক্রিকেটার জেমস লেকারের জন্মদিন

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জেমস 'জিম' চার্লস লেকার। বিশ্ব ক্রিকেটে কিংবদন্তি এই ক্রিকেটারের জন্ম ৯ ফেব্রুয়ারি ইয়র্কশায়ারের ব্র্যাডফোর্ড এলাকায়।১৯৫৬ সালে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত লেকারের খেলা নামে পরিচিত টেস্টে জিম বার্ক বাদে ১৯ উইকেট দখল করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন লেকার। তার এই অসম্ভব পারফরমেন্সের ফলে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট জিতেছিল।পরবর্তীকালে প্রথিতযশা এই অফ-স্পিনার ধারাবাহিকভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেট দল সারেকে সাতবার ধারাবাহিকভাবে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

লেকার কেরিয়ারে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের হয়ে ৪৬টি টেস্ট খেলেছেন। ২১.২৪ রান বোলিং গড়ে ১৯৩ উইকেট লাভ করেন। প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৮.৪১ গড়ে ১,৯৪৪টি উইকেট দখল করেন।

১৯৫২ সালে তিনি পাঁচজন ক্রিকেটারের একজনরূপে উইজডেন বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মাননা লাভ করেন। ২৩ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে জ্যাক হবস ও লেন হাটনের সাথে তাকেও আইসিসি ক্রিকেট হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৮৬ সালের ২৩ এপ্রিল ৬৪ বছর বয়সে উইম্বলডনের পার্কসাইড ক্লিনিকে মারা যাওয়ার সময় লেকার বিবিসিতে কর্মরত ছিলেন।

এএপি-র পরাজয় মিথ্যার রাজনীতির অবসান ঘটাবে : অনিল ভিজ

আম্বালা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ে খুশি ব্যক্ত করলেন হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ। পাশাপাশি আম আদমি পার্টিকে কটাক্ষ করে অনিল ভিজ বলেছেন, এএপি-র পরাজয় মিথ্যার রাজনীতির অবসান ঘটাবে। শনিবার হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ আম্বালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'দিল্লিতে বিজেপি সরকার গঠন করতে চলেছে। এএপি-র পরাজয় মিথ্যা, প্রতারণার রাজনীতির অবসান ঘটাবে। দিল্লির বুদ্ধিমান জনগণ একটি দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে আমাদের দেশে কংগ্রেস শূন্য।'অনিল ভিজ আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নাম জ্বলজ্বল করছে এবং এএপি ও তাঁদের নেতাদের পরাজয়ের পরে, মিথ্যা, জালিয়াতির রাজনীতির অবসান হয়েছে। দেশের রাজনীতি শুদ্ধ হচ্ছে, দিল্লির বুদ্ধিমান মানুষজন খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

২৭ বছর পর দেশের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পথে বিজেপি।

সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা বিঠল রামজি শিণ্ডে

ড. বিমলকুমার শীট

অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের এক অভিশাপ। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অমানবিক জঘন্য প্রথার শিকার হতে হয়েছে হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের। পেশোয়া শাসনের সময়ে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্যবাদের জয়জয়কার। সামাজিক আচরণ তথা নীতি নিয়মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব ছিল বিতর্কাতীত। পেশোয়াদের সময়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু আসা-যাওয়া করার সময় দলিত লোককে রাজপথ দিয়ে আসা-যাওয়া করতে দেওয়া হত না। কারণ, তাঁদের ছায়াটাও উচ্চবর্ণের "পবিত্রতা" নষ্ট করতে পারে, তাঁর জন্য তাঁদের হাতে বা গলায় একটা কালো সুতো পরতে হত। তাই সমাজ সংস্কারকেরা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। যদিও জ্যোতিরাও ফুলে মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্যদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন এবং তাঁদের সর্বতোভাবে উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে বি আর আম্বেদকরের আগে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে তেমন কাউকে দেখা যায় নি। তবে অন্যতম সমাজসংস্কারক বিঠল রামজি শিন্ডে এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তখন অস্পৃশ্যতা আর আঞ্চলিক বিষয় হয়ে রইল না। সর্বভারতীয় বিষয় হয়ে উঠল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বি আর শিন্ডে তার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একে এক বিরাট পরিবর্তন বলা যেতে পারে।

বিঠল রামজি শিণ্ডে (১৮৭৩-১৯৪৪) ২৩ এপ্রিল কর্ণাটকের এক ঐতিহ্যবাহী উদার মারাঠা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামখান্দির ইংরেজি ভাষা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন করে ফার্গুসন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। বরোদার মহারাজা তৃতীয় সায়াজিরাও গায়কয়াড় এর বৃত্তি নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। অক্সফোর্ডে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, পালিভাষা, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার পর তিনি দেশে ফেরেন। মারাঠী সন্ত তুকারাম, সন্ত একনাথ, রামদাস পাঠের মাধ্যমে শিণ্ডের আধ্যাত্মিক জাগরণ শুরু হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল, হাবটি স্পেনসার, ম্যাক্সমুলার, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, আর জি ভাণ্ডারকর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। ১৯০৩ সালে শিণ্ডে ভারতে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ত্রিবার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। এখানে তিনি "ভারতে লিবারেলিজম" শীর্ষক এক প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। ভারতে ফিরে আসার পর তিনি মুম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজের ধর্ম প্রচারক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯১০ সালে প্রার্থনা সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইতি ঘটে। পরে ম্যাঙ্গালোরে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসাবে কাজ শুরু করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একজন ব্রাহ্ম ভক্ত ছিলেন।

বিঠল রামজি শিণ্ডে জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় সম্মেলন গুলোতে যুক্ত থাকতেন এবং অস্পৃশ্যতা বিরোধী ধ্যান ধারণাকে তুলে ধরতেন। জাতীয় কংগ্রেস কিন্তু প্রথম থেকে সামাজিক সমস্যাসমূহকে এড়িয়ে চলত। তবে তা বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। ১৯০১ সালে আদম শুমারির উপর ভিত্তি করে শিণ্ডে বলেছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অস্পৃশ্যদের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ (মোট জন সংখ্যা ২৯,৪৩,৬১,০৫৬ এর মধ্যে মাত্র পাঁচ কোটি অস্পৃশ্য)। এদের উন্নতির জন্য একটি জাতীয় মিশন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তাই তিনি নারায়ণরাও চন্দ্রওয়াকারের নির্দেশে ১৯০৬ সালে মুম্বাইয়ে ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের সম্পাদক হন শিন্ডে নিজে। এর উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্য হতাশাগ্রস্ত জাতিগুলির শতাব্দী প্রাচীণ হীনমন্যতা দূর করে তাঁদের স্বাধীন করে তোলা এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে বিরাজমান নৃশংস বর্ণবাদী ধারনাকে ধ্বংস করা। তাই শিণ্ডের উদ্যোগে ১৯০৭ সাল থেকে All India Anti-Untouchability Conference অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ভারতের নানা প্রান্তে বিশিষ্ট জনদের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত এই সম্মেলন সমূহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে- ১৯০৭সালে সুরাটে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৮ সালে বাঁকিপুরে রায় বাহাদুর মুদলোকার, ১৯১০ সালে মাদ্রাজে গোপালকৃষ্ণ গোখলে, ১৯১২ সালে করাচিতে লালা লাজপৎ রায়, ১৯১৮ সালে সায়াজিরাও গাইকোয়াড়, ১৯২০ সালে নাগপুরে মহাত্মা গান্ধী, ১৯২৩ সালে পুণেতে বি চক্রনারায়ণ, ১৯২৪ সালে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী সম্মেলনে এক প্রস্তাব পাশ হয়। যা ভারতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয়। অবিলম্বে এই সম্মেলন অস্পৃশ্যতার বিলোপ ঘটাবে এবং অস্পৃশ্যতা বিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিটি প্রদেশে ইস্তাহার প্রকাশ করে যাতে পাবলিক প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, বিচারালয়, বিভিন্ন সংস্থা কূপ, স্নানঘাট এবং শ্মশানঘাট, বাণিজ্যিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, প্রস্রবণ, পৌরসভাকৃত জলসরবরাহ কেন্দ্র, বিনোদন স্থান প্রভৃতি স্থানসমূহে অস্পৃশ্য মানুষেরা বিণা বাধায় ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা। উপরিউক্ত প্রস্তাব উত্থাপন বেলগাঁওতে সি রামলিঙ্গ রেড্ডি, ১৯২৫ সালে অমরাবতীতে বি ভি যাদব, ১৯২৭সালে ব্যাঙ্গালোরে যমুনালাল বাজাজের নেতৃত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ সালে পুণেতে বিঠল রামজি শিণ্ডের সভাপতিত্বে All India AntiéŸéUntouchability Conference অনুষ্ঠিত হয়। মুম্বাই প্রদেশেও শিন্ডের উদ্যোগে পুণেতে (১৯১২), বিজাপুরে (১৯১৮), শোলাপুরে (১৯১৯), পুণেতে (১৯২৩) ও (১৯২৬), রত্নগিরি (১৯৩১)-তে Anti-Untouchabitity Conference অনুষ্ঠিত হয়। বরোদার মহারাজা সিয়াজিরাও গাইকোয়াড়ের সভাপতিত্বে ১৯১৮ সালে সমাজ সংস্কারক, গবেষক এবং লেখক বিঠল রামজি শিন্ডে ছিলেন ধর্মীয় ঐক্যের প্রবক্তা। তাঁর লেখায় তিনি জাতিভেদ প্রথা, মূর্তিপূজা এবং নারী ও অবদমিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে অসাম্যের বিরোধিতা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান, বংশগত যাজকত্বের আধিপত্য এবং পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করেছেন। আমৃত্যু তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

করেন মুম্বাইর এম আর জয়াকার। সমর্থন করেন বরদার পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্মা এবং পুণের জি সি ভাট। সম্মেলন স্থলে সারা ভারত থেকে আগত এক হাজার জন লোক অস্পৃশ্যতা বিরোধী ইস্তাহারে স্বাক্ষর দান করেন। এই সমস্ত কিছু শিন্ডের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়ে ছিল।

বিঠল রামজি শিন্ডে কেবল Depressed Mission এবং All India Anti Untouchability Conference এর কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করে ছিলেন জাতীয় কংগ্রেস হল এক সর্বভারতীয় মঞ্চ। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এর সদস্য।এবং তাঁর প্রচার সারা দেশ জুড়ে। তাই এই মঞ্চকে ব্যবহার করলে অস্পৃশ্যতা বিরোধী প্রচার আরও বেশি শক্তিশালী হবে ও গুরুত্ব পাবে। দশ বছর ধরে শিণ্ডের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে সভাপতি অ্যানি বেসান্ত এর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯১৭) অস্পৃশ্যদের পক্ষে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় "This Congress urges upon the people of India the necessity– justice– and righteousness of removing all disabilities imposed upon the Depressed classes– the disabilities being of a most vexatious and oppressive character– subjecting these people to considerable hardship and inconvenience." ১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে শিণ্ডে অস্পৃশ্যতার সমস্যাটি গান্ধীজির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী আমেদাবাদ অধিবেশনে গান্ধীজি অস্পৃশ্যতা বিষয়টিকে দূরকরার জন্য তা আবশ্যক হিসাবে ঘোষণা করেন।

শিন্ডের অনুগামীরা তাঁকে মারাঠাদের জন্য সংরক্ষিত মুম্বাই ল-কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বললে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, বরং তিনি পশ্চাতপদ শ্রেণির বহুজন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন এবং তাঁদের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু তিনি এই নির্বাচনে পরাজিত হন। ১৯১৮ সালে পুনেতে তিনি বালক বালিকাদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেন। ১৯২০ সালের পরবর্তী সময় শিণ্ডে আদর্শগত ভাবে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন।

বিঠল রামজি শিণ্ডে কৃষক দরদীও ছিলেন। ১৯২৭ সালে মহারাষ্ট্রে স্মল হোল্ডিংস বিলের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় তাতে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বিভিন্ন জেলায় সভা সমাবেশ করে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। পুণের সভাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের হাজার হাজার কৃষক জড়ো হয়ে সরকারের কৃষিনীতির বিরোধীতা করেন। গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনে শিন্ডের অংশ গ্রহণের কারনে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ছ-মাস কারাদণ্ড প্রদান করে।

সমাজ সংস্কারক, গবেষক এবং লেখক বিঠল রামজি শিন্ডে ছিলেন ধর্মীয় ঐক্যের প্রবক্তা। তাঁর লেখায় তিনি জাতিভেদ প্রথা, মূর্তিপূজা এবং নারী ও অবদমিত শ্রেণির বিরুদ্ধে অসাম্যের বিরোধিতা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান, বংশগত যাজকত্বের আধিপত্য এবং পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করেছেন। আমৃত্যু তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারতের খাদ্য সঙ্কট যেভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগারগুলোকে

সৌতিক বিশ্বাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর রেজেনস্টাইন গ্রন্থাগারে দক্ষিণ এশিয়ার বইয়ের এক অনন্য সম্ভার আবিষ্কার করেছিলেন অনন্যা বাজপেয়ী। সালটা ১৯৯৬। সেই সময় ডক্টরেট করছিলেন তিনি।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ভারতের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজের (সিএসডিএস) ফেলো অনন্যা বাজপেয়ী বলেছেন, 'আমি অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভার্ড এবং কলম্বিয়ায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দক্ষিণ এশিয়া স্টাডিজের গ্রন্থাগারে সময় কাটিয়েছি। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে যে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে, তার সঙ্গে সেগুলোর কোনও তুলনাই হয় না।'

ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো ১৩২ বছরের পুরনো। সেখানে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত আট লক্ষেরও বেশি বইয়ের খণ্ড রয়েছে, যা এই প্রতিষ্ঠানকে ওই অঞ্চলের (দক্ষিণ এশিয়ার) গবেষণার জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এখন প্রশ্ন হলো দক্ষিণ এশিয়ার এমন ভাণ্ডার যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরিতে পৌঁছাল কীভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে আমেরিকার "পিএল-৪৮০" কর্মসূচির মধ্যে। "পাবলিক ল ৪৮০" বা "পিএল-৪৮০" এমন একটা মার্কিন উদ্যোগ যা চালু হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। "ফুড ফর পিস" নামেও পরিচিত এই উদ্যোগ ছিল শীতল যুদ্ধের সময়কার এক কূটনৈতিক বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ারের স্বাক্ষরিত এই আইনের আওতায় ভারতের মতো দেশ স্থানীয় মুদ্রায় মার্কিন শস্য কেনার অনুমতি পায়।

এর ফলে একদিকে যেমন দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার বোঝা হ্রাস পায়, তেমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের উদ্বৃত্ত শস্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানও খুঁজে পায়। এই খাদ্য সহায়তার অন্যতম বৃহত্তম গ্রহীতা ছিল ভারত, বিশেষত ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে যখন সে দেশে তীব্র খাদ্য সঙ্কট দেখা গিয়েছিল। "পিএল-৪৮০"-র আওতায় অংশগ্রহণকারী মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ন্যূনতম ব্যয়ে স্থানীয় মুদ্রা তহবিল সরবরাহ করা হতো। এই তহবিল ভারতের একাধিক আঞ্চলিক ভাষায় লেখা বই, সাময়িকী, ফোনোগ্রাফ রেকর্ড এবং অন্যান্য মাধ্যম কেনার জন্য ব্যবহার করা হতো। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই ডজনেরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছিল ভারতীয় বই (তবে ভারতীয় পুরাকীর্তি আইনের কারণে এই সংগ্রহ থেকে পাণ্ডুলিপি বাদ দেওয়া হয়েছিল)।

ক্রমে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। "পিএল-৪৮০" উদ্যোগের প্রভাব কিন্তু হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর) ডিজিটাল সাউথ এশিয়া লাইব্রেরির পরিচালক জেমস নাই বিবিসিকে বলেছেন, 'পিএল-৪৮০ ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো-সহ যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টারও বেশি গ্রন্থাগারের সংগ্রহে বিস্ময়কর এবং অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছে।' তবে দক্ষিণ এশিয়া থেকে বই এনে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করার কাজ কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। এর জন্য একটা বিশেষ দল গঠন করা হয়। তথ্য বলছে, ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে ৬০ জন ভারতীয়কে নিয়ে গঠন করা হয় ওই বিশেষ দল। প্রাথমিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছিল সরকারি প্রকাশনা বাছাই করার দিকে। পরে তালিকায় বই এবং সাময়িকী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই কর্মসূচির সময়কাল পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। দক্ষিণ এশীয় গবেষণার শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থাগারবিদ মরিন এল পি প্যাটারসন জানিয়েছেন, ১৯৬৮ সালের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রহ থেকে বই, সাময়িকী এবং অন্যান্য উপকরণ পেয়ে সমৃদ্ধ হতে থাকে ২০টা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়। তবে বহু ভাষায় সমৃদ্ধ ভারতীয় গ্রন্থের বিপুল ভাণ্ডার থেকে বই বেছে নেওয়ার কাজ সহজ ছিল না। মি. প্যাটারসন তার লেখায় (১৯৬৯ সালে প্রকাশিত) বর্ণনা করেছেন "পিএল -৪৮০" কর্মসূচির গোড়ার দিকের দিনগুলোতে একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল ভারতে কর্মরত ওই বিশেষ দলকে।

বৈচিত্রময় ভারতে বিভিন্ন ভাষায় লেখা বইয়ের ভাণ্ডার, সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগ্রহের বই বেছে নেওয়াটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন পড়ে এমন দক্ষ বই বিক্রেতার, যার বইয়ের বিষয়ে জ্ঞান এবং বিচারক্ষমতা রয়েছে। মি. প্যাটারসন লিখেছেন, ভারতের আকার এবং এর সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারের নিরিখে কোনও একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে এই কাজ একার হাতে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে ডিলার বা কারবারি নির্বাচন করা হয়েছিল। তাদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট ভাষায় বা ভাষাসমূহে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই সমন্বয় কিন্তু বাস্তবে কাজে দিয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলাররা যে সমস্ত বইয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হতেন না, অনুমোদনের জন্য সেগুলোর শিরোনাম পাঠাতেন দিল্লিতে। আর দিল্লিস্থিত দফতরের কর্মকর্তারা নির্বাচন চূড়ান্ত করে তাতে শিলমোহর দিতেন। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লেখা ভারতীয় কথাসাহিত্য সংগ্রহের বিষয়ে আগ্রহী ছিল এই কর্মসূচি। মি. প্যাটারসন লিখেছেন, 'এই নীতির আওতায় বিপুল সংখ্যক গোয়েন্দা কাহিনী এবং উপন্যাস বাছাই করা হয়েছিল।' পরে অবশ্য অন্য ধরনের বইয়ের উপরে মনোনিবেশ করা হয়। 'গবেষণামূলক বই এবং সংশ্লিষ্ট নথির' সংগ্রহ করার উপর জোর দেওয়া হয় এবং ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লেখা কথাসাহিত্য সংগ্রহের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে যায়।

ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তান থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাড়ে সাত লক্ষেরও বেশি বই এবং সাময়িকী পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে ভারত থেকেই গিয়েছিল ৬ লক্ষ ৩৩ হাজারেরও বেশি বই, সাময়িকী ইত্যাদি। "পিএল-৪৮০" কর্মসূচি নিয়ে ১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা গ্রন্থাগারে আয়োজিত এক বৈঠকের বিষয়ে লেখা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমরা ১০০০ থেকে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস, ভারতে হস্তশিল্প, হিন্দু সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব : এক মনোবিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন-সহ আরও অনেক কিছু পাঠিয়েছি।'

যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য গ্রন্থাগারের বিশাল সংগ্রহ ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য সম্পদ "কেড়ে" নিয়েছে কি না - এমন প্রশ্নও তুলেছেন ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-ম্যাডিসনের সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের লাইব্রেরিয়ান টড মাইকেলসন-আম্বেলাং। ওই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময় এবং অর্থায়ন হয়েছিল "পিএল-৪৮০" কর্মসূচির হাত ধরে। একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনের সাউথ এশিয়া সেন্টারের গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়েছে দুই লক্ষেরও বেশি "পিএল-৪৮০"-এর আওতায় আসা বইয়ের হাত ধরে। মি মাইকেলসন-আম্বেলাং বিবিসিকে ব্যাখ্যা করেছেন, "পিএল-৪৮০"- এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে আসা দক্ষিণ এশিয়া থেকে আসা বই সরিয়ে দিলে সেখানে "জ্ঞানের ঘাটতি তৈরি হয়" - যে ঘাটতি পূরণের জন্য গবেষকদের পশ্চিমের গ্রন্থাগারে যেতে হয়। সেই সময় ভারত থেকে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সব বই কিনেছে, তার সবই ভারতে এখন পাওয়া যায় কি না তা স্পষ্ট নয়। ভারতের ফ্লেম বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়া ডডের মতে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সংগ্রহে এমন অনেক বই রয়েছে যা ভারতে এখন আর মেলে না।গ্রন্থাগারের সংগ্রহে থাকা সেই বইয়ের সবগুলোতেই "পিএল -৪৮০" লেখা স্ট্যাম্প দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। মি. মাইকেলসন-আম্বেলাং বলেন, 'পিএল-৪৮০ কর্মসূচির মাধ্যমে আসা বইয়ের বেশির ভাগ বই এখনও দক্ষিণ এশিয়ায় পাওয়া যায়। তবে বইগুলোর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সাদা পিঁপড়ে, কীটপতঙ্গর উপদ্রব, তাপমাত্রা এবং আর্দতা।' 'ঠিক উল্টোভাবে, পশ্চিমে আমাদের বেশিরভাগ গ্রন্থাগারে বইয়ের সংরক্ষণ এবং সে সংক্রান্ত প্রচেষ্টার ফলে সংগ্রহে থাকা সব কিছু ভালভাবে রাখা রয়েছে।' যে জন্য তিনি পশ্চিমের গ্রন্থাগারগুলোকে "ঔপনিবেশিক" বলে আখ্যা দিয়েছেন তা হলো, 'আংশিকভাবে সেগুলো ছাত্র -শিক্ষক -গবেষকদের দিকে মনোনিবেশ করে এবং প্রায়শই নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরের মানুষদের বাদ দিয়ে দেয়।' 'যদিও লাইব্রেরিয়ানরা দক্ষিণ এশীয় উপকরণ ব্যবহারের বিষয়ে বৈষম্যগুলো বোঝেন। কপিরাইট আইন সেই উপকরণ ভাগ করে নেওয়ার সীমাবদ্ধতা তৈরি করার পাশাপাশি বাকি ফাঁক-ফোঁকরগুলোকেও আরও শক্তিশালী করে তোলে। এখন প্রশ্ন হলো "পিএল-৪৮০" কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর কী হয়েছিল? মি. নাই জানিয়েছেন, ১৯৮০-এর দশকে এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার ফলে ক্রমশ আর্থিক বোঝা চলে আসে আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলোর উপর। তার কথায়, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগারগুলোকে সম্পদ (বই, সাময়িকী, বিভিন্ন নথি ও অন্যান্য বস্তু) নির্বাচন, অধিগ্রহণ, সংগ্রহ এবং সরবরাহের জন্য টাকা দিতে হয়েছিল।' উদাহরণস্বরূপ ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো এখন দিল্লিস্থিত "লাইব্রেরি অব কংগ্রেস"-এর মাধ্যমে বই এবং সাময়িকী কেনার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় করে।

মিজ বাজপেয়ী জানিয়েছেন, তার বিশ্বাস "বইয়ের বিনিময়ে শস্য" চুক্তির একটা ইতিবাচক ফলাফল ছিল। তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন। তবে শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে তার গবেষণার বিস্তৃতি ছিল ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ভাষা ফরাসি, জার্মান ও মারাঠি। তার গবেষণা ছুঁয়ে গিয়েছে ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, নৃতত্ত্ব এবং আরও অনেক বিষয়কেই।

তার কথায়, 'রেজেনস্টাইন লাইব্রেরিতে আমার প্রয়োজনীয় বই দ্রুত পেতে বা সেগুলো ওখানে ইতিমধ্যে না থাকলেও তার খোঁজ দ্রুত পেতে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি।'

'এখানে বইগুলো নিরাপদ, মূল্যবান, সহজলভ্য এবং সহজে ব্যবহার করা যায়। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার, আর্কাইভ এবং প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখেছি। সেখানে চিত্রটা বেশ হতাশাজনক। হয় বইগুলো হারিয়ে গিয়েছে, নষ্ট হয়েছে, অবহেলিত বা খুব প্রায়শই নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে', জানান অনন্যা বাজপেয়ী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে অব্যাহত ও পুনর্গঠনের জন্য ৮,৮০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫(পিআইবি)।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ''স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচি '(এসআইপি) ২০২৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে ও পুনর্গঠনের জন্য, ২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালের জন্য ৮,৮০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এই মঞ্জুরি সারাদেশে সংহত চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সক্ষম, এবং শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মশক্তি হিসেবে গড়ে তোলায় সরকারের দায়বদ্ধতারই প্রমাণ।

চতুর্থ পর্যায়ের প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (পিএম কেভিওয়াই ৪.০), প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল আপ্রেন্টিস প্রমোশন স্কিম (পিএম-এনএপিএস), দ্য জন শিক্ষণ সংস্থান (জে এস এস) প্রকল্প- এই তিন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই বর্তমানে যৌথ কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের একত্রিত প্রকল্প 'দক্ষ ভারত কর্মসূচি' (এস আই পি)। এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য- প্রান্তিক সম্প্রদায়সহ শহর এবং গ্রামীন উভয় ক্ষেত্রে কাঠামোগত দক্ষতা বিকাশ, অন-দ্য-জব ট্রেনিং বা কাজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সম্প্রদায় ভিত্তিক শিক্ষণসহ উচ্চ গুনমানের বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা। কেন্দ্রীয় দক্ষতা বিকাশ ও স্বউদ্যোগ মন্ত্রকের এই তিন দিশারী প্রকল্পের আওতায় আজকের দিনে ২.২৭ কোটিরও বেশি সুবিধাপ্রাপক রয়েছেন।

চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী সুবিধাপ্রাপকদের উপযুক্ত শিক্ষণ স্বীকৃতি(আর পি এল)-র মাধ্যমে বিশেষ প্রকল্প(এস পি), পুনর্দক্ষতায়ন, দক্ষতার মানোন্নতিসহ স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ(এস টি টি) এন এস কিউ এফ নিয়ন্ত্রিত দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষনকে জাতীয় অগ্রাধিকার এবং ক্রমবর্ধমান সহজলভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পোদ্যোগ কেন্দ্রিক করে তুলতে চতুর্থ পর্যায়ের প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (পিএম কেভিওয়াই ৪.০) রূপান্তরণমূলক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। চতুর্থ পর্যায়ের প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (পিএম কেভিওয়াই ৪.০)-র আওতায় গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন অন-দ্য-জব ট্রেনিং বা কাজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণকে স্বল্পমেয়াদী দক্ষতায়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষার্থীদের বাস্তবসম্মত শিল্পোদ্যোগগত অভিজ্ঞতা এবং পরিচিতি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের চাহিদা, নতুন যুগের প্রযুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি, চারশোরও বেশী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(এআই) সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম, ফাইভ জি বা পঞ্চম প্রজন্মের প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, সবুজ হাইড্রোজেন, ড্রোন প্রযুক্তির মত বিষয়কে উদীয়মান প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যৎ দক্ষতার কথা মাথায় রেখে গতিশীলতা বজায় রাখতে সংযোজন করা হয়েছে।

মিশ্রিত এবং নমনীয় শিক্ষণ মডেলটি এখন ডিজিটাল ডেলিভারিকে অন্তর্ভূক্ত করে, যা প্রশিক্ষণকে আরও নমনীয় এবং মাপযোগ্য করে তোলে। লক্ষ্যভিত্তিক, শিল্প-প্রাসঙ্গিক দক্ষতা প্রদান করতে, শিক্ষার্থীদের উচ্চ-চাহিদাপূর্ণ কাজের ভূমিকায় দক্ষতার মানোন্নতি , পুনঃদক্ষতা এবং নিয়োগযোগ্যতা বাড়াতে সক্ষম করে তোলে এবং কর্মসূচিটি ৭.৫ থেকে ৩০ ঘন্টা মেয়াদী সুক্ষ-প্রামান্যতা ও জাতীয় পেশাগত মান (এন ও এস)-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালু করে থাকে।

বিদ্যমান পরিকাঠামোর পারস্পরিক উপযোগিতা বাড়ানোর জন্য এবং মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণে সহজলভ্যতা সম্প্রসারিত করার জন্য, আইআইটি, এনআইটি, এবং জওহর নবোদয় বিদ্যালয় (জেএনভি), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, সৈনিক স্কুল, একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল (ইএমআরএস) পি এম শ্রী স্কুল, টুলরুম, এনআইএলইটি, সিআইপিইটি ইত্যাদিসহ সারা দেশে গড়ে ওঠা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্কিল বা দক্ষতার হাব স্থাপন করা হয়েছে। পিএম কেভিওয়াই ৪.০ একাধিক আঞ্চলিক ভাষায় প্রাপ্ত পাঠ্যক্রম সহ শিল্প-সংযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে, যা দক্ষতাকে আরও অন্তর্ভুক্ত এবং সহজলভ্য করে তোলে। শেখার সুফল সম্প্রসারিত করতে প্রশিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষকদের জন্য ৬০০টিরও বেশি হ্যান্ডবুক আটটি আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নকে শক্তিশালী করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে মান ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে এক লক্ষ মূল্যায়নকারী ও প্রশিক্ষকের একটি জাতীয় সেতুবন্ধন তৈরির পাশাপাশি শিল্প অংশীদারিত্বমূলক রিক্রুট ট্রেন ডিপ্লয় (আরটিডি) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগও নিশ্চিত করা হচ্ছে।

উপরন্তু, এই স্কিমটি আন্তর্জাতিক গতিশীলতার উপর জোর দেয়, যাতে ভারতীয় শ্রমিকরা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত দক্ষতামানের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মবিলিটি পার্টনারশিপ চুক্তি (এমএমপিএ) এবং সমঝোতা স্মারক রয়েছে। রয়েছে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রীয় দক্ষতা ফাঁক সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা। এই প্রকল্পের অধীনে, আমাদের কর্মশক্তির জন্য আন্তর্জাতিক গতিশীলতার সুযোগ বাড়াতে এক্তিয়ারভুক্ত দক্ষতা, যৌথ শংসাপত্র, ভাষার দক্ষতা এবং সফট স্কিলগুলিতে প্রশিক্ষণ সক্ষম করা শুরু করা হয়েছে।

পিএম কেভিওয়াই ৪.০-এর অধীনে, আন্তঃমন্ত্রণালয় অভিন্নতা পরিচালনার জন্য একটি সম্পূর্ণ-সরকারি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে ক্ষেত্র কেন্দ্রিক দক্ষতার উদ্যোগের নির্বিঘ্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়। এই প্রকল্পটি বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ প্রকল্পে দক্ষতার উপাদানগুলি পূরণের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রভাব এবং সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এতে মূল সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের অধীনে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা, প্রধানমন্ত্রী সূর্য্য ঘর: মুফত বিজলি যোজনা, এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন, নল জল মিত্র ইত্যাদি।

দক্ষতা বাড়ানোর জন্য, ক্ষেত্রীয় দক্ষতার ফাঁক এবং শিল্পের প্রয়োজনগুলিকে আরও ভালভাবে চিহ্নিত করার জন্য চাহিদা মূল্যায়ন কৌশলের পুনর্বিন্যাস সহ পদ্ধতিগত পরিবর্তনগুলি চালু করা হয়েছে। পিএম কেভিওয়াই ৪.০-এর একটি মূল সংস্কার হল 'সহজে ব্যবসা করার ' পদ্ধতি, যা জটিলতার বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে প্রকল্পে অংশগ্রহণকে আরও সুগম এবং দক্ষ করে তুলেছে।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিল্পোদ্যোগ প্রোৎসাহন প্রকল্প (পি এম -এন এ পিএস):

২০১৫ সালের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ নীতিমালায় ভারতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে শিক্ষানবিশীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যেখানে যুবকরা প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং একইসঙ্গে আর্থিক সহায়তা করার জন্য বৃত্তিবাবদ অর্থ উপার্জন করতে পারে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষানবিশীকে দক্ষতা অর্জন এবং শেখার সময় উপার্জনের জন্য সেরা মডেল হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিক্ষানবিশতা প্রচার প্রকল্প (পি এম -এন এ পিএস) শিক্ষা থেকে কর্মক্ষেত্রে নির্বিঘ্নে রূপান্তরকে সমর্থন করে, যাতে শিক্ষানবিশরা বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিল্প-নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারে। ভারতে শিক্ষানবিশ এবং প্রতিষ্ঠান উভয়কেই সহায়তা করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সময়কালে প্রতি শিক্ষানবিশের জন্য প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত উপবৃত্তির ২৫, সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর (ডিবিটি) এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পটি ১৪ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা ভিন্ন জনসংখ্যার ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগগুলিতে অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

জন শিক্ষণ সংস্থান (জেএসএস) প্রকল্প অনুসারে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কেন্দ্রিক দক্ষতায়নের উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে বিশেষ করে ১৫-৪৫ বছর বয়সের মধ্যেকার মহিলা, গ্রামীন যুব অংশ, আর্থিকভাবে অনগ্রসরদের জন্য সহজলভ্য , নমনীয়, এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক করে তলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় পি এম জনমান, সমাজের সবার জন্য জীবনব্যাপী শিখন উপলব্ধি (ইউ এল এল এ এস) ইত্যাদি রয়েছে। জাতীয় কর্মকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্কিল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের দক্ষ ভারত কর্মসূচির অধীনে সমস্ত শংসায়ন প্রক্রিয়া জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামো (এন এস কিউ এফ) এর সঙ্গে চিত্রিত করা হয় এবং ডিজিলকার ও জাতীয় ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক (এন সি আর এফ) এর সঙ্গে নির্বিঘ্নে একীভূত করা হয়, যা দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করে এবং কর্মসংস্থান ও উচ্চ শিক্ষায় মসৃণ রূপান্তরকে সম্ভব করে তোলে।

দক্ষ ভারত ধারাবাহিকতার মাধ্যমে, সরকার আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিতে ক্রমাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পুনঃদক্ষতার গুরুত্ব স্বীকার করে আজীবন শিক্ষার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি জোরদার করতে চায়। এই উদ্যোগটি পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি জরিপ (পি এল এফ এস) তথ্যে সরাসরি অবদান রাখবে, যাতে কর্মশক্তি উন্নয়ন নীতিগুলি অর্থনৈতিক ও শিল্প প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে তা নিশ্চিত করা যায়।

দ্রুত বিকাশমান বিশ্ব অর্থনীতিতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে ভারতের কর্মীবাহিনীকে প্রস্তুত করতে দক্ষ ভারত কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিল্প-প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ, উদীয়মান প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক গতিশীলতা অভিমুখী উদ্যোগগুলিকে একাত্ম করে এই কর্মসূচির লক্ষ্য অনুসারে একটি অত্যন্ত দক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক কর্মীবাহিনী তৈরি করার প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে, স্কিল ইন্ডিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পোদ্যোগী তৈরী করার পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেও অবদান রাখছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে, দেশে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মীবাহিনীর স্বার্থে এবং দক্ষতা-ভিত্তিক কর্মসংস্থানে বিশ্বব্যাপী নেতা হিসেবে স্থান অর্জনের জন্য শিক্ষানবিশীর সুযোগ সম্প্রসারণ ও আজীবন শিক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক (এমএসডিই)।

"মাইকে আজান দেবার কথা কোরানেও নেই", মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কুমিল্লায় ইসকনের নামগান বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শনিবার সকালে এক্সবার্তায় তিনি মাইকের আজান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "আমার পূর্বপুরুষের বাসভূমি কুমিল্লায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে ইস্কনের নামগান বন্ধ করে দিল। কারণ, ইস্কন নাকি জঙ্গি সংগঠন।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করি (আগেও করেছি) শেষরাত্রে ষাঁড়ের মত চীৎকার করে মাইকে আজান দিয়ে হিন্দুদের ঘুম ভাঙ্গানো কবে বন্ধ হবে? মাইকে আজান দেবার কথা কোরানেও নেই, কোনো হাদিসেও নেই, কারণ মহম্মদের সময় মাইক ছিল না।" এই সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইসকনের নামগান বন্ধের দুটি খবরের প্রকাশিত অংশ যুক্ত করে দিয়েছেন।

কিশোর মনকে পরিপুষ্ট করা, পরিশীলিত করার মধ্য দিয়ে এবং তাঁদের ব্যক্তি বিকাশ ও সাফল্যের পথ দেখাচ্ছে পরীক্ষা পে চর্চা

নয়াদিল্লি/আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫,: বহু প্রতীক্ষিত পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৫ (পিপিসি ২০২৫) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১০ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কথা বলবেন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে, দেবেন পরীক্ষার প্রস্তুতি, মানসিক চাপ প্রশমন এবং ব্যক্তি বিকাশের জন্য বিশেষ পরামর্শ।

এবছরের পরীক্ষা পে চর্চা অষ্টম সংসস্করণ। সকল রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পর্যদ, সরকারি বিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, সৈনিক স্কুল, একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল, সিবিএসই এবং নবোদয় বিদ্যালয় থেকে বাছাই করা ৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রী এবারের অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপচারিতাটি সরাসরি সম্প্রচার হবে দূরদর্শন, স্বয়ম, স্বয়মপ্রভা, পিএমও ইউটিউব চ্যানেল এবং শিক্ষামন্ত্রক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে, যাতে সারা দেশের দর্শকরা এই অভিজ্ঞতাবর্ধক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন।

শিক্ষামন্ত্রক এমন প্রয়াস নিয়েছে যাতে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই প্ল্যাটফর্মে যোক্ত হবার সুযোগ পান। পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠান এখন এক রূপান্তরকারী উদ্যোগ, যার মধ্য দিয়ে কিশোর মনকে পরিপুষ্ট করা, পরিশীলিত করার মধ্য দিয়ে এবং তাঁদের ব্যক্তি বিকাশ ও সাফল্যের পথ দেখাচ্ছে ।

পিপিসি জনআন্দোলনের রূপ নিয়েছে, আমাদের শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার দেখভাল করা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই মতো অষ্টম সংস্করণ অর্থাৎ পিপিসি ২০২৫-এ অংশ নেবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ভাগ করে নেবেন, জীবন এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পথ দেখাবেন পিপিসি-র পরবর্তী ৭টি এপিসোডে। এই এপিসোডগুলিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরও বেছে নেওয়া হয়েছে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় স্তরে বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা থেকে। এই এপিসোডগুলিতে যে সব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে, সেগুলি হল :

ক্রীড়া ও শৃঙ্খলা : এম সি মেরিকম, অবনী লেখারা এবং সুহাস যতিরাজ বলবেন লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা, দৃঢ়তা এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানো নিয়ে।

মানসিক স্বাস্থ্য : দীপিকা পাড়ুকোন আলোচনা করবেন মানসিক সুস্থতা এবং নিজ বক্তব্য প্রকাশের গুরুত্ব নিয়ে।

পুষ্টি : সোনালী সাভেরওয়াল এবং রুজুতা দিভেকর স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসের ওপর আলোকপাত করবেন এবং লেখাপড়ায় সাফল্য পেতে ভালো ঘুমের ভূমিকা নিয়ে বলবেন। রেবন্ত হিম্মতসিংকা, যিনি খাদ্য কৃষক হিসেবে পরিচিত, তিনি সুস্থ জীবনযাত্রা সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন।

প্রযুক্তি ও অর্থ : গৌরব চৌধুরী (টেকনিক্যাল গুরুজি) এবং রাধিকা গুপ্তা শিক্ষায় তৎপরতা এবং আর্থিক সাক্ষরতার জন্য প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবেন।

সৃষ্টিশীলতা এবং ইতিবাচকতা : বিক্রান্ত ম্যাসি এবং ভূমি পেডনেকর ছাত্র-ছাত্রীদের নেতিবাচক ভাবনা ঝেড়ে ফেলে কীভাবে ইতিবাচক মনোভাব নিতে হবে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেবেন।

মনোসংযোগ এবং মানসিক শান্তি : সদগুরু ছাত্র-ছাত্রীদের মনোসংযোগ এবং মন পরিষ্কার রাখার কলাকৌশল হাতে কলমে শেখাবেন।

সাফল্যের কাহিনী : ইউপিএসসি, আইআইটি-জেইই, সিএলএটি, সিবিএসই, এনডিএ, আইসিএসই ইত্যাদির মতো বিভিন্ন পরীক্ষায় শীর্ষস্থানাধিকারীদের পাশাপাশি পিপিসি-র পূর্ব সংস্করণে অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে পরীক্ষা পে পর্চা তাদের প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে তা বর্ণনা করবেন।

এবছরের পরীক্ষা পে চর্চা তে অংশ নিতে নাম নথিভুক্ত করেছে ৫ কোটির বেশি অংশগ্রহণকারী।

পরীক্ষা পে চর্চা ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে ভীতি, আশঙ্কা ও স্নায়ুর চাপ যেমন দূর করতে সহায়ক , তেমনি তাঁদেরকে জুগিয়ে চলেছে মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও রসদ, চ্যালেঞ্জ নেবার জন্য মানসিক দৃঢ়তা । এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী ছাত্রছাত্রীদের ''পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৫'-অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, এটি এখন আর কেবল একটি কর্মসূচি নয়, এটি একটি জাতীয় শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা কেবল কিতাবী জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা-জীবনযাপনের শিল্প শেখানোরও একটি মাধ্যম।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'জাতীয় সাফাই কর্মচারী কমিশনের' কার্যকাল ৩১.০৩.২০২৫-এর পর আরও তিন বছরের জন্য বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৭ ফেবরুয়ারি ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'জাতীয় সাফাই কর্মচারী কমিশন' (এন.সি.এস.কে.)-এর কার্যকাল ৩১.০৩.২০২৫-এর পর আরও তিন বছরের জন্য (অর্থাৎ ৩১.০৩.২০২৮ পর্যন্ত) বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে।

এই তিন বছরের সম্প্রসারণের জন্য মোট আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় ৫০.৯১ কোটি টাকা।

এর ফলে সাফাই কর্মীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহজতর হবে, স্যানিটেশন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের ক্ষেত্রে কর্মপরিবেশের উন্নতি ঘটবে এবং তা পরিচ্ছন্নতার ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সময় মৃত্যুর হার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

জাতীয় সাফাই কর্মচারী কমিশনের (এনসিএসকে) দায়িত্ব ও কাজের পরিধি নিম্নরূপ:

(ক) সাফাই কর্মচারীদের সামাজিক অবস্থান, সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সংক্রান্ত বৈষম্য দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট কর্মসূচির সুপারিশ করা।

(খ) সাফাই কর্মচারী ও বিশেষত ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারদের (যন্ত্রপাতি যারা শৌচালয়, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি পরিষ্কার করেন) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনার কার্যকারিতা অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন করা।

(গ) নির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করা এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নেওয়া, যেমন: (১) কোনো নির্দিষ্ট সাফাই কর্মচারী গোষ্ঠীর জন্য গৃহীত কর্মসূচি বা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন না হওয়া, (২) সাফাই কর্মচারীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত, নীতি বা নির্দেশিকা উপেক্ষিত হওয়া, (৩) সাফাই কর্মচারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ব্যর্থতা ইত্যাদি।

(ঘ) সাফাই কর্মচারীদের কাজের পরিবেশের, বিশেষত স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ও মজুরির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

(ঙ) সাফাই কর্মচারীদের যে কোনো সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতাকে গুরুত্ব দিয়ে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন জমা দেওয়া।

(চ) যে কোনো অন্য বিষয় যা কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের কাছে পাঠাবে, তার পর্যালোচনা করা ও সুপারিশ প্রদান করা।

মদের নেশায় ডুবে গেল কেজরিওয়াল ও এএপি : আন্না হাজারে

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির ভরাডুবির পর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী সমাজকর্মী আন্না হাজারে। তাঁর কথায়, মদের নেশায় ডুবে গেল কেজরিওয়াল ও এএপি। শনিবার আন্না হাজারে বলেছেন, 'আমি আগে থেকেই বলে আসছি, নির্বাচনের সময়ে প্রার্থীর আচরণ এবং ভাবনাচিন্তায় শুদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য কোনও প্রার্থীর জীবন নিষ্কলঙ্ক হওয়া প্রয়োজন। তাঁর জীবনে ত্যাগ থাকা উচিত। কারও মধ্যে এই গুণগুলি থাকলে ভোটারদের মনে বিশ্বাস জন্মায়। আমি এ সব কথা বার বার বলেছি। কিন্তু তাঁর মাথায় এ সব প্রবেশ করেনি। তিনি বেশি গুরুত্ব দেন মদের উপর।"

আন্না হাজারে আরও বলেছেন, 'তাঁরা মদ এবং অর্থের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে - এর কারণে তাঁর (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে এবং সে কারণেই তাঁরা নির্বাচনে কম ভোট পাচ্ছেন। জনগণ দেখেছে, তিনি (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) চরিত্র নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু মদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রাজনীতিতে অভিযোগ ওঠে। একজনকে তো প্রমাণ করতে হবে যে সে দোষী নয়। সত্য সত্যই থাকবে। যখন একটি মিটিং হয়েছিল, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি দলের অংশ হব না এবং আমি সেদিন থেকে দূরে রয়েছি।'

NOTICE INVITING SPOT QUOTATION

On behalf of Governor of Tripura, the undersigned is hereby inviting sealed quotation from intended suppliers to quote rate on or before 12th February, 2025 by 3.00 PM for following item. The suppliers will abide by the terms and conditions as mentioned below. The Quotation will be opened on the same day on 12th February, 2025 at 3.30 PM in present of Bidder/ Authorized/representative who are willing to remain present at the time of opening of the quotation. The notice will be displayed in the office Notice Board with the Notice Board of the District Education office, Gomati District and all other I/S Office under Gomati District.
Specification Details of Double Joint Bench

Specification Details of Double Joint Bench

Sl. No.	Name of purchasing Office	Name of Item	Quantity	Type of Wood	Size of Joint bench	Remarks
1.	District Education Office, Gomati District, Udaipur	Double Joint Bench	200 Nos for separate 11nos School under Udaipur Sub-Division	Sal/ Segun/ Karai	Desk size(3ft*16 inch*2.5ft) bench size (3ft*12 inch*18 inch)	Rate must be Quoted including GST and Sepvice Charge

Enclosures: Attested copy of 1.Parmanent Account Number. 2. GST registration Certificate 3.Shop/store registration certificate 4.Trade license (e-applicable) 5.Bank Pass Book 6.Aadhar Card. Terms & Conditions
1. The rate of the mentioned item shall be authenticated and not to be higher than the price for the time being in market.
2. All item(s) should be supplied in related School in good condition and best quality as same as mentioned specification.
3. The bill shall be raised after supply in triplicate showing all items as shown in supply order, otherwise it would not be considered for making payment (Copy of Challan & supply order should be enclosed). 4. The supply should be completed within 15 (Fifteen) days from the date of receipt of supply order. 5. The authority shall have the absolute right to cancel the supply order at any time for any reason.
6. The bill shall be raised within 02 (two) days from the date of completion of work, failing of which, payment may be pending for next financial year, and authority shall not be liable to make payment of such bill within current financial year.
7. The Quotation will be submitted to the District Education Office, Udaipur, Gomati District on or before 12th February, 2025 by 3.00 PM.
8. Quantity of item may be increase or decrease during issue of supply order.
9. If any supplier drops more than single quotation then all the quotations of that particular Supplier will be treated as rejected.
Cony to:
ICA/C/3697/25

District Education Officer (I/C)
Gomati District

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 21/NIET/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD,.up to 3.00 P.M. on 11/02/2025 for the following work:-

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 49/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25	Rs. 48,49,999.00	Rs. 97,000.00	60 days	Rs. 1000.00
2	DNIe-T No: 50/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25	Rs. 48,49,999.00	Rs. 97,000.00	60 days	Rs. 1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 11/02/2025 up to 3:00 PM Time and date of opening of bid: 11/02/2025 at 4:00 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C/3691/25

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer DWS Division,
Kalyanpur Khowai Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পাকা চুল টেনে তোলার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সাধারণত বয়স ৩০ পার হওয়ার পরে চুল পাকতে দেখা যায়। অনেকের ক্ষেত্রে আরও কম বয়সে দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ নারী পাকা চুল রং দিয়ে ঢেকে রাখতে পছন্দ করেন। তবে কেউ কেউ আছেন পাকা চুল টেনে তোলেন যা ঠিক না।

চুল পাকার কারণ- পাকা চুল সাধারণত বয়স বাড়ার একটি প্রাকৃতিক লক্ষণ।

''মেলানিনের উৎপাদন এবং পিগমেন্টেইশন বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমে যায়। ফলে চুল সাদা হয়ে যায়''- বলেন ভারতীয় ত্বক বিশেষজ্ঞ সমির আপ্তে।

হেলশটস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও জানান, প্রতিটি চুলের ফলিকলে পিগমেন্টেইশন তৈরিকারক কোষ মেলানোসাইটিস রয়েছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই কোষের সক্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে। ফলে মেলানিন উৎপাদন হ্রাস পায় এবং চুল ধূসর অথবা সাদা হয়ে যায়।

প্রাকৃতিক বয়স বৃদ্ধি ছাড়াও আরও বেশ কিছু কারণে চুল সাদা হতে পারে যেমন- বংশগতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ধূমপান, পুষ্টির ঘাটতি- বিশেষত ভিটামিন বি ১২ এবং খনিজ উপাদান যেমন- লৌহের ঘাটতি এবং মানসিক চাপ চুল পাকার অন্যতম কারণ। পাকা চুল তুলকে কি আরও চুল পাকে? প্রায়ই শোনা যায় যে, একটি পাকা চুল টেনে তুললে আশপাশের চুলগুলো পাকা বা সাদা হয়ে যায়। এটা আসলে এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা। ডা. আপ্তে বলেন, ''চুল টেনে তোলার ফলে কোনোভাবেই আশপাশের চুলের ফলিকলকে প্রভাবিত করতে পারে না অথবা চুলের রংয়ের জন্য দায়ী মেলানোসাইটিসের ওপর প্রভাব রাখে না। প্রত্যেকটা চুলের ফলিকল স্বকীয় এবং অন্য চুল আক্রান্ত হওয়ার জন্য দায়ী নয়।''

যেহেতু চুল পুনরায় গজায় তাই নতুন চুলে অনেক ক্ষেত্রে পিগমেন্টেইশন হ্রাস পেতে পারে। ফলে ধূসর বা সাদা দেখায়। এই কারণে অনেকে ভেবে থাকেন, পাকা চুল তোলাতে আরও পাকা চুলের জন্ম দেয়। তবে চুল পাকা আর বৃদ্ধি হওয়া একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। তবে নিয়মিত পাকা চুল টেনে তোলা চুলের ফলিকলকে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে কারণে চুল পড়ার পাশাপাশি আরও নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাকা চুল তোলার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

পাকা চুল তুলে ফেলা মানেই এটা নয় যে সকল কাঁচা চুল সাদা হয়ে যাবে। তবে পাকা চুল টেনে তোলার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। যেমন- সংক্রমণের ঝুঁকি: চুল টেনে তোলার ফলে এর ফলিকলে ব্যাক্টেরিয়া জমাট বাঁধতে পারে যা পরে লালচে, ফোলাভাব অথবা অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এটা এক ধরনের চুলের ফলিকলের সংক্রমণ বা প্রদাহ- এমনটাই জানান ডা আপ্তে; এর ফলে অনেক সময় মাথার ত্বকে ব্রণের মতো দানাদার অংশ দেখা দেয়।

অন্তর্বর্ধিত চুল- পাকা চুল টেনে তোলা চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি বা দিক পরিবর্তন করতে পারে। ফলে ছোট ছোট চুল দেখা যায় যা অনেক সময় ত্বকে লালচে ভাব, প্রদাহ এমনকি সংক্রমণের কারণ হতে পারে। **ত্বকের জলুনি**- চুল টেনে তোলার ফলে মাথার ত্বকে জ্বলুনি দেখা দেয়। ফলে লালচে-ভাব, চুলকানি ও জ্বালাপোড়া অনুভূতি হতে পারে। ত্বক সংবেদনশীল হলে এক্ষেত্রে অনেক বেশি সাবধানে হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

ফলিকলের ক্ষয়- খুব বেশি পাকা চুল টেনে তোলা চুলের ফলিকলের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে চুলের বৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তা স্থায়ী চুল পড়ার কারণও হতে পারে।

হাইপার পিগমেন্টেইশন অথবা দাগ: দীর্ঘদিন ধরে চুল টেনে তোলার অভ্যাস থাকলে মাথার ত্বকে কালচে দাগ হতে পারে। এছাড়াও অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের দাগ দেখা দেয় যা সার্বিক ত্বকের ওপর এবং ভবিষ্যতে চুলের বৃদ্ধির ওপর প্রভাব রাখতে পারে।

চুলের মানের পরিবর্তন- চুল টেনে তোলার ফলে লোমকূপ বড় হয়ে যেতে পারে। ফলে পুনরায় চুল গজানোর সময় সাধারণ পূর্বের চুলের থেকে অনেক বেশি মোটা হয়ে গজাতে পারে বলে জানান, এই বিশেষজ্ঞ।

চুলের অসম বৃদ্ধি- চুল টেনে তোলার ফলে এর প্রাকৃতিক বৃদ্ধি চক্র ব্যাহত হয়। ফলে একেক চুল একেক গতিতে বাড়ে। চুলের এই অসম বৃদ্ধির ফলে চুলের গঠন ও আকারেও দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে। পাকা চুলের যত্ন নেওয়ার উপায় সাদা চুল রং করতে চাইলে প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এতে চুল রং হওয়ার পাশাপাশি সুস্থও থাকবে। পাকা চুল শুষ্ক হয়ে যায়। তাই এর আর্দতা রক্ষার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এমন শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার বাছাই করতে হবে যা পাকা চুলের আর্দতা বজায় রাখার পাশাপাশি চকচকেভাব আনতে সহায়তা করে।

সূর্যালোকের কারণে হওয়া ক্ষয় কমানোর চেষ্টা করতে হবে। টুপি পরে বা অন্য কোনো চুলের প্রসাধনীর সাহায্যে চুলকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। চুল ভালো রাখতে দীর্ঘসময় সূর্যালোকে না থাকা অথবা সুরক্ষার স্তর অবলম্বন করা জরুরি। পাকা চুলের আগা ফাটাভাব কমাতে মোটা দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করা উচিত। জট ছাড়াতে, জোড়ে আঁচরানো এড়াতে বিশেষ করে চুল ধোয়ার পরে এমন চিরুনি সহায়তা করে। চুল ভালো রাখতে স্টাইলিংয়ে যতটা সম্ভব তাপীয় যন্ত্রের ব্যবহার এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

নিয়মিত আগা ছাটা চুলের ভঙ্গুরভাব কমায় এবং চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। আর চুলের রুক্ষতা ও মলিনভাব কমে। ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ সুষম খাবার খাওয়া চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। পর্যাপ্ত ভিটামিন ই, ভিটামিন বি ১২, লৌহ এবং ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া সার্বিকভাবে চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে। উন্নত মানের ও পাকা চুলের জন্য তৈরি এমন প্রসাধনী ব্যবহার করা প্রয়োজন। এসব প্রসাধনীতে চুলের হলদেভাব হ্রাস ও রূপালিভাব ফুটিয়ে তোলার উপাদান যোগ করা থাকে। তাই পাকা চুল তুলে ফেলার পরিবর্তে বরং প্রাকৃতিক রংয়ের প্রভাব ফুটিয়ে তোলার বিষয়টা বিবেচনা করতে হবে।

শীতকালে চিনাবাদাম খাওয়ার উপকারিতা

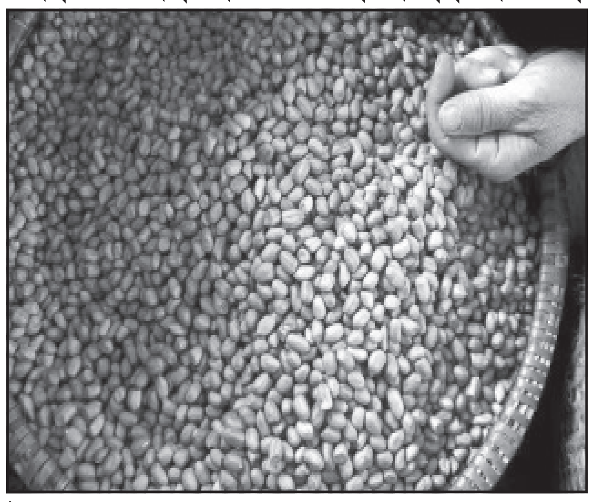

ঠাণ্ডা পরিবেশে গরম কিছু অথবা শুকনা খাবার খেতে বেশি ভালো লাগে। আর শীতকালে চিনাবাদাম খুব ভালো পছন্দ হতে পারে। এটা পেট ভরে রাখার পাশাপাশি পুষ্টি যোগায় এবং শীতকালের মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

শীতে উষ্ণ থাকতে প্রয়োজনীয় চর্বি শীত মানেই হিমশীতল বাতাস। স্বাভাবিকভাবে, শীতের খাবার শরীর উষ্ণ রাখতে ও আরাম অনুভবে সহায়তা করে। পুষ্টিবিদ আভনি কাওল হেলশটস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''হৃদস্বাস্থ্য বান্ধব মনোআনস্যাচুরেইটেড ও পলিআনস্যাচুরেইটেড চর্বি রয়েছে চিনাবাদামে, যা শক্তির ভালো উৎস। আর শরীর উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে।''

টেকসই শক্তির উৎস শীতকালে আলসেমি বা দুর্বলভাব অনুভূত হতে পারে। এই সময় শক্তিবর্ধক খাবার খাওয়ার প্রয়োজন। যেসব খাবার উচ্চ প্রোটিনযুক্ত সেগুলো আমাদের সারাদিনের শক্তি যোগাতে সহায়তা করে। চিনাবাদাম প্রোটিনের ভালো উৎস ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তি প্রদান করে। এছাড়াও শীতকালে ক্লান্তিভাব কমাতে সহায়তা করে।

ভিটামিন ই সরবরাহ করে

আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে অনেকের ঠাণ্ডা অথবা অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। চিনাবাদাম খাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং অ্যালার্জির ঝামেলা কমাতে সহায়তা করে। এই আভনি বলেন, ''উচ্চ ভিটামিন ই সমৃদ্ধ চিনাবাদাম অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মৌসুমী অসুস্থতা কমাতে সহায়তা করে।'' ত্বকের যত্ন শীতকালে ত্বকের শুষ্কতা কমাতে চিনাবাদাম কার্যকর। কারণ এতে রয়েছে বায়োটিন নামক যৌগ যা ত্বক উজ্জ্বল ও চকচকে করে তুলতে সহায়তা করে। হাড় বান্ধব খনিজ উপাদান আভনি বলেন, ''প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান যেমন- ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ও জিংক হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। আর এসব মিলবে চিনাবাদাম থেকে।''

মন ভালো রাখতে শীতকালে ভারী পোশাক পরা এবং বিছানায় ভারী কাঁথা কম্বল নিয়ে শুয়ে থাকার বিষয়টা একঘেয়েমি লাগতে পারে। এর ফলে অনেক সময় মন মেজাজ খারাপ হয়। চিনাবাদামে রয়েছে এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড 'ট্রিপ্টোফ্যান' যা সেরোটোনিন উৎপাদন করে শীতকালে মন খারাপ বা 'উইন্টার ব্লু' দূর করে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে। রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ চিনাবাদাম কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সমৃদ্ধ। ফলে রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই শীতকালে খাবার তালিকায় চিনাবাদাম যোগ করা উপকারী। মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত চিনাবাদাম খাওয়াতে পর্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই খেতে হবে পরিমিত।

বিশিষ্টদের চোখে শতবর্ষে নীরেন্দ্রনাথ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, বাবা ও মেয়ের সম্পর্ক এক অন্য মিষ্টতাকে বহন করে আনে। সব সম্পর্কের কেমিস্ট্রির থেকে অন্য এক তাৎপর্যতা বহন করে বাবা ও মেয়ের মধ্যে। চাওয়া-পাওয়া, বিভিন্ন আবদার, আঙুল ধরে শিক্ষাঙ্গনের আঙিনায় প্রথম পা রাখা বাবার হাত ধরেই বেশিরভাগ মেয়েদেরই এই অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। ''আমার বাবা'' অধ্যায়ে সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, বাবা অর্থাৎ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সকাল থেকে অফিস যাবার আগে পর্যন্ত একটানা টেবিলে বসে লিখে যাচ্ছেন। যে বাবা ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে খুনসুঁটিতেও অংশ গ্রহণ করেছেন, পুরীতে পরিবার ও পরিজন নিয়ে ঘুরতে গিয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে করে বাজার করতে নিয়ে গিয়েছেন আবার নিষ্ঠা, সততার সঙ্গে ''আনন্দমেলা'' পত্রিকার সম্পাদনার কাজও করে গিয়েছেন।

''বাবাকে নিয়ে'' নীরেন্দ্রনাথের ওপর মেয়ে শিউলি সরকার স্মৃতিকথায় দেখিয়েছেন, বই পড়া, কবিতা লেখা, প্রবন্ধ লেখালেখি, বিভিন্ন ইংরেজি বইয়ের অনুবাদের কাজ, খবরের কাগজে সাংবাদিকতার চাকরি, একটা আস্ত শিশু পত্রিকা সম্পাদনার মাঝেও কবি সাংসারিক সমস্ত দায়-দায়িত্বও গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে গিয়েছেন।

''কবি ও মানুষ'' অধ্যায়ে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় লিখেছেন, কোনো কোনো কবি বেশি প্রেমিক হন, কোনো কোনো কবি বেশি পাগল হন, কেউ কেউ বিপ্লবী বা ভক্ত হন। নীরেন্দ্রনাথ মুক্ত সাধকের মতো জীবনযাপন করেছেন। সহজ ও সুন্দরভাবে জীবনকে দেখেছেন, পালন করেছেন।

''নীরেন কাকা'' অধ্যায়ে কবির ওপর জামাতা অভিরূপ সরকার দেখিয়েছেন, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও একটা সময় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করার জন্য উদয়াস্ত খাটতে হয়েছে। ''নীরেনদা'' অধ্যায়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছেন, প্রথম আলাপেই কিছুক্ষণ বাদে নীরেনদা আমাকে তুই বলেছিলেন। তখন আমি নবীন লেখক। এক বিখ্যাত কবির কাছে এভাবে পাত্তা পেয়ে স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। আনন্দবাজারে তখন সাপ্তাহিক ফিচার লিখি। নীরেনদা দেখে নিতেন। এছাড়াও ''শতবর্ষে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী'' বইটিতে মধুশ্রী সেন সান্যাল, দেবদাস পাঠক, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, কাকলি চক্রবর্তী, মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গান্ধী, আশাপূর্ণা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীজাত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অশোক দাশগুপ্ত, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সুবোধ সরকার, জয় গোস্বামী, অংশুমান কর, আলতাফ শাওনেওয়াজ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, সম্রাট দত্ত, সাতকর্ণী ঘোষ, প্রভাতকুমার দাস, সুব্রত রায়চৌধুরী, পিনাকেশ সরকার, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, উৎপল ঝাঁ, রমেনকুমার সর, মাহবুব তালুকদার, শুভেন্দু দাশমুন্সি, সুভাষ ভট্টাচার্য, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটি, সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল সাহা প্রমুখ স্মৃতিকথা তুলে ধরেছেন। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ''শতবর্ষে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী'' বইটি বহু অজানাকে পাঠকমহলে তুলে ধরেছে। সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট পারুল বই প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ৯০০ টাকা।

কোন উপসর্গ দেখলেই শরীরচর্চা বন্ধ করতে হবে?

মোটা হলেই শরীরে বাসা বাঁধে হাজারটা অসুখ। তাই চিকিৎসকরা বার বার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরমার্শ দেন। তাই ইদানীং ভুঁড়ি বাড়লেই সচেতন মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন জিমে গিয়ে। চটজলদি ওজন ঝরাতে ভারী ওজন নিয়ে দেদার চলছে শরীরচর্চা। পুজোর আগে তরুণদের মধ্যে শাহরুখ খান, হৃতিক রোশনের মতো ''সিক্স প্যাক'' বানানোর হিড়িক ওঠে প্রতি বারই।

শরীর বানানোর তাগিদে পাড়ার জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানো, ফিটনেসবিদের পরামর্শ ছাড়াই মুড়িমুড়কির মতো সাপ্লিমেন্ট খাচ্ছেন কেউ কেউ। কিন্তু শরীরের উপর বাড়তি চাপ দেওয়া কখনওই উচিত নয়।

ফিটনেসবিদেরাও কিন্তু সপ্তাহে পাঁচ-ছ'দিন শরীরচর্চা করার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া, শরীরে কিছু অস্বস্তি থাকলেও কিন্তু জিমে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। জেনে নিন, কোন কোন শারীরিক অসুবিধা নিয়ে জিমে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১) অফিসের কাজের চাপে রাতে দেরিতে ঘুমোতে যাচ্ছেন আর সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছেন? দিনের পর দিন ঘুম কম হলে শরীরে এমনিতেই ক্লান্তি আসে। সারা দিন অতিরিক্ত ধকলের পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে জিমে না যাওয়াই ভাল।

২) অনেকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শরীরচর্চার করলে ঋতুচক্রের উপর তার প্রভাব পড়ে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ঋতুস্রাব না হলে জিমে যাওয়া কিছু দিনের জন্য বন্ধ করে দেখতে পারেন।

৩) প্রথম ক'দিন জিমে গেলে কিংবা দীর্ঘ দিন পর জিমে গেলে পেশিতে ব্যথা হতে পারে। তবে নিয়মিত জিম করার পর হঠাৎকোনও দিন পেশিতে ব্যথা হলে একটু সতর্ক হোন। তখন না যাওয়াই শ্রেয়। বড় কোনও চোট আঘাত লাগলেও জিম থেকে কয়েক দিনের বিরতি নেওয়াই ভাল। এ ছাড়া, পেটে ব্যথা, জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভুগলে জিম এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। পেটখারাপ কিংবা ডায়েরিয়া হলে শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়, তাই শরীরে জলের ঘাটতি হয়। এ সময়েও জিম এড়িয়ে চলাই ভাল।

৪) আগের রাতে অতিরিক্ত মদ্যপান করলে পরের দিন সকালে শরীরে জলের ঘাটতি হয়, মাথা ঝিমঝিম করে, এই পরিস্থিতি হলে সেই দিনটা জিম থেকে ছুটি নিয়ে নিন। চোট-আঘাত লাগার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়।

৫) বুকে ব্যথা, হাতে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখলে সেই দিন জিমে যাবেন না। এ ছাড়া, নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে, মাথা ভার হয়ে আছে, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে এমন সমস্যা হলেই সতর্ক হোন। সেই দিন ভুলেও জিমে যাবেন না।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোন খাবার রোজ খাবেন?

রক্তচাপ বেড়ে গেলে বাড়তি সতর্কতা মেনে চলতে হয়। উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়লে প্রতিদিন ওষুধ খেতেই হবে। একদিনও ওষুধ বাদ দিলে বাড়তে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপই হৃদরোগ ডেকে আনে। তবে, শুধু খেয়েই যে রক্তচাপকে বশে রাখা যায়, তা নয়। খাওয়া-দাওয়ায় খুব বেশি হেরফের না হলেও, কাঁচা নুন খাওয়ার প্রতি রাশ টানেন অনেকেই। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা যাতে হেরফের না হয়, তার জন্যই খাবারে নুনের পরিমাণ কমানো দরকার। তবে, শুধু নুন খাওয়া কমালেই হবে না, জাঙ্ক ফুডের প্রতিও আসক্তি কমাতে হবে। কিন্তু কোন খাবার রোজ খেলে রক্তচাপের সমস্যা বশে থাকবে, জানেন?

উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে লাইফস্টাইলে বদল আনতে হবে। বেশ কিছু খাবার যেমন ডায়েট থেকে বাদ দেবেন, একইভাবে, কিছু খাবার যোগও করতে হবে। হাইপারটেনশনের ডায়েটে তাজা ফল, শাকসবজি থাকেই। কিন্তু দই রাখেন কি? দই হল এমন একটি খাবার, যা উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তচাপের সমস্যায় উপযোগী দই।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এপিডিমায়োলজি ও লাইফস্টাইলে ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, যেসব মহিলা সপ্তাহে পাঁচ বা তার বেশি বার দই খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কম। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তাই দই খেয়ে আপনি এই স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারেন।

রোজের ডায়েটে দই রাখলে এটি একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রদান করে। দইয়ের মধ্যে ভিটামিন বি১২, ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। তাছাড়া এই খাবার প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস। যদিও দই জনপ্রিয় এর প্রোবায়োটিক উপাদানের জন্য। দই খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তবে, দই সরাসরি উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে না। দইতে ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপের জন্য উপযোগী। এছাড়া দইতে ক্যালশিয়াম থাকে, যা মাংসপেশি গঠনে এবং হার্টের পেশির জন্য ভাল। দই খাওয়ার উপকারিতা হল, এটি ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেহেতু ওবেসিটি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, তাই ওজন কমিয়ে আপনি এই রোগের হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন। এভাবেই দই হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে উপযোগী। কিন্তু আপনাকে লো-ফ্যাট দই খেতে হবে। দইতে কোনও চিনি মেশালে চলবে না। রোজ একবাটি করে দই খেলেই আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

চিংড়ি মাছের বিয়ে

রতন দাস

কাঁকড়ারা সব সেজে গুঁজে
চিংড়ি মাছের বিয়ে,
পুঁটি মাছে লেজ নাড়াদেয়
আলতা সিঁদুর দিয়ে।

পাবদা মাছেপড়লো ব্লেজার
শিঙ্গি মাছে শাড়ি,
বর সেজেছে নূতন সাজে
মাথায় দিয়ে হাঁড়ি।

বোয়াল মাছআর ইলিশ মাছে
কান্নাকাটি করে,
মেয়ে যাবে শশুর বাড়ি
চিংড়ি মাছের ঘরে।

বিয়ে হবে শোন নদীতে
রীতি নীতির সঙ্গে,
টেংরা-মাগুর নাচছে বেজায়
বস্ত্রহীনা অঙ্গে।

ধুমলে গেছে বরের বাড়ি
উল্লাস মনেমস্ত,
কাতল মাছে গান ধরেছে
তবলায় রেখে হস্ত।

ঐদিকে সব তৈরী গৈরি
বর যাত্রীর পালা,
এগিয়ে নিতে আসলো বরে
জামাইবাবুর শালা।

আর কেউ নয়, চিতল এটা
নতুন বধূর ভাই,
চশমা পড়লো টাক মাথায়
গায়ে ছিটিয়ে ছাই।

যাত্রা শুরু কনের বাড়ি
ঢাক বাজিয়ে পাছে,
তীব্র গতির নাচ চলেছে
বরের গাড়ির পিছে।

মিষ্টি টিষ্টি দইয়েরপাতিল
ঝাগুর মাছের কাঁধে,
খাওয়া দাওয়া কী জানিকী?
কী জানি কী রাধে।

চকলেটও ওজন কমাতে পারে

যদি পরিমিত চকলেট খাওয়ার অভ্যাস করা হয় তবে বাড়তি ওজন কমতে পারে। চকলেটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ ওজন কমাতে সহায়তা করে বলে জানা যায় সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। সাধারণত ডার্ক চকলেট স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে মিল্ক চকলেট কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটা জানার জন্যই পর্যবেক্ষণ চালায় 'ব্রিগাম অ্যান্ড উইমেন্স হসপিটাল'য়ের গবেষকরা।

নারীদের ওপর গবেষণা 'জার্নাল অব দ্যা ফেডারেশন অব আমেরিকান সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি'তে প্রকাশিত এই পর্যবেক্ষণের ফলাফলে বলা হয়, দিনে বিভিন্ন সময় ১০০গ্রাম (৩.৫ আউন্স) চকলেট খাওয়া মেনোপোজের আগে বিপাক বাড়াতে সহায়তা করে। অংশগ্রহণকারী ১৯ জন নারীকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়। এক দল সকালে, অন্য দল রাতে চকলেট খান এবং শেষ দলটি কোনো রকম চকলেট খায় না। তবে অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনিক খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনেনি। এই পরীক্ষা ১৪ দিন ধরে চলে।

চকলেট ওজন বাড়ায় না গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ দিন চকলেট খাওয়া পর অংশগ্রহণকারীদের ওজন বাড়েনি না। সুতরাং ওজনের বৃদ্ধির পেছনে চকলেটকে দায়ী করা অপ্রাসঙ্গিক। নারী স্বাস্থ্যের ওপর চকলেট ইতিবাচক ভূমিকা রাখে গবেষণায় দেখা গেছে, সকাল ও রাতে চকলেট খাওয়া দুই দলের অংশগ্রহণকারীদেরই ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং মিষ্টি খাওয়ার চাহিদা কমায়। রাত ও দিনে চকলেট খাওয়ার পার্থক্য রাত বা দিন দুই সময়ই চকলেট খাওয়া ক্যালরি কমায়। তবে রাতে চকলেট খাওয়া দিনের তুলনায় দ্বিগুণ ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করে বলে জানানো হয় এই গবেষণায়।

কারণ সকালে চকলেট খাওয়ার দল গড়ে ১৫০ এবং রাতে চকলেট খাওয়া দল ৩০০ ক্যালরি খরচ করতে পেরেছিল।

রাতে চকলেট খাওয়া দলের অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরিশ্রম ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কোমড়ের মাপ ১.৭ শতাংশ হ্রাস পায় এবং ঘুম চক্র স্বাভাবিক থাকে বলে দেখা যায় গবেষণায়।

অন্ত্রের কার্যক্রম

চকলেট খাওয়ার ফলে অন্ত্রের 'মাইক্রোবাইওটা'র কার্যকারিতা বাড়ায় যা ক্ষুধা,

গুরুত্বপূর্ণ 'কিন্তু'

খাদ্যাভ্যাসে চকলেট যোগ করার আগে আরও কিছু জানা প্রয়োজন। নারীদের ওজন কমাতে চকলেট সহায়তা করে ঠিকই। তবে এতে ব্যবহৃত চকোলেটের ক্যালরির পরিমাণ প্রায় ৫৪২।

তাই চকলেট খাওয়ার ক্ষেত্রে ৩.৫ আউন্স আপনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় খানিকটা বেশি হবে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আপনার স্ট্রেসের কারন কি ফাস্ট ফুড

আজকের যুগে যুবক, প্রাপ্ত বয়স্ক বা বৃদ্ধ সবারই স্ট্রেস লেভেল আকাশ ছোঁয়া। গতিময় জীবনযাত্রা, কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণেই হোক স্ট্রেস দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। সময় স্বল্পতার কারণে বেশিরভাগ লোকই ফাস্টফুডের আশ্রয় নেয় কারণ এটি সহজেই পাওয়া যায় এবং সুস্বাদুও। কিন্তু আপনি কী জানেন ফাস্টফুড স্ট্রেসের মাত্রা বাড়াতে ভূমিকা রাখে? ফাস্টফুড এবং স্ট্রেস কীভাবে সংযুক্ত তা জেনে নিন -

রক্তে শর্করার মাত্রা মেজাজ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। নিউরোট্রান্সমিটার যেমন সেরোটোনিন, ডোপামিন এবং এসিটাইলকোলিন আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভব এবং আচরণের পদ্ধতিটিকে প্রভাবিত করে। ভিটামিন, খনিজ এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

নিউট্রিয়েন্টস জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায়, অল্প বয়সী বাচ্চাদের বেশি ওজন ও কম-আয়ের মায়েদের গবেষণায় অংশ নেওয়ার পরে, ফাস্ট-ফুড খাবার এবং উচ্চ- ফ্যাটযুক্ত স্ন্যাকস খাওয়ানো হয়েছিল। ১৬-সপ্তাহের এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য ছিল স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ প্রচার করে ওজন বাড়ানো রোধ করা।

যখন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কথা আসে, গবেষকরা নারীদের তাদের চাপ সৃষ্টি করার সমস্যাগুলোর সমাধান করার পরিবর্তে, তাদের চিন্তাভাবনাটি বদল করার পরামর্শ দেয় এবং সমস্যাগুলো যখন ভুল হয় তখন নিজেকে দোষ না দেওয়ার পরামর্শ দেয়।

শনিবার আগরতলায় শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা স্থল ঘুরে দেখেন মেয়র দীপক মজুমদার।

গল্প উৎসব ২০২৫-এর শুভ সূচনা

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ — সাহিত্যানুরাগীদের জন্য এক বিশেষ সন্ধ্যার সাক্ষী রইল আগরতলা, যেখানে সূচনা হল গল্প উৎসব ২০২৫-এর। আখ্যানের বিকেল-এর উদ্যোগে এবং সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লি ও এগিয়ে চল সংঘ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই দুই দিনের সাহিত্য উৎসবের প্রথম পর্বটি অনুষ্ঠিত হলো মেলারমাঠের এগিয়ে চল সংঘ প্রাঙ্গণে 'অরিন্দম নাথ মঞ্চ'-এ।সন্ধ্যা ঠিক পাঁচটায় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় সমবেত গদ্য পাঠের মধ্য দিয়ে।আয়োজকদের তরফে আমন্ত্রিত অতিথিদের মঞ্চে আহ্বান জানানো হয় এবং তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনী পর্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র, আখ্যানের বিকেল-এর সভাপতি শ্রী দুলাল ঘোষ, এগিয়ে চল সংঘ-এর সভাপতি শ্রী চঞ্চল নন্দী, সম্পাদক শ্রী সুমন্ত গুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমির নেকল-এর অধিকর্তা ড. নির্মল দাশ, এবং ত্রিপুরা সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী।এবং গল্প উৎসবের আহ্বায়ক ড.প্রত্যুষ দেব।

আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে বক্তব্য রাখেন, যেখানে উঠে আসে গল্পের শক্তি, সাহিত্যের গুরুত্ব এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাহিত্যচর্চার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বালন ও এ স্তোত্র পাঠের মধ্য দিয়ে। স্তোত্রউপসাপনা করেন শ্রীমতী সুজাতা সোম। উদ্বোধনী ভাষণে ড. প্রত্যুষ দেব, যিনি গল্প উৎসব ২০২৫-এর আহ্বায়ক, স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং এই উৎসবের মূল ভাবনা, উদ্দেশ্য এবং আয়োজনের নানা দিক তুলে ধরেন। শ্রী সুমন্ত গুপ্তও সংস্কৃতির ধারায় ক্লাবের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল গল্প উৎসবের স্যুভেনির উন্মোচন, হয়।সম্পাদক পুলক চক্রবর্তী এবং অতিথিরা একসাথে গ্ল ম্যাগাজিন টি আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন। এরপর একে একে বক্তব্য রাখেন, নেকলের অধিকর্তা ড. নির্মল দাশ, বাংলা সাহিত্যে গল্পের অবদান নিয়ে আলোকপাত করেন। শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী, ত্রিপুরা সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা হিসেবে, রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র তাঁর বক্তব্যে বাংলা সাহিত্যে গল্পের গুরুত্ব, এবং ত্রিপুরায় গল্প উৎসব আয়োজনের প্রশংসা করেন। আখ্যানের বিকেল-এর সভাপতি শ্রী দুলাল ঘোষ তাঁর বক্তব্যে গল্প ও সাহিত্যের প্রতি সংগঠনের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানের শেষ পর্য্যায়ে ড. শ্যামাপদ চক্রবর্তী, আখ্যানের বিকেল-এর সহ সাধারণ সম্পাদক, সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আগামী দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত করেন। তিনি সকল অংশগ্রহণকারী, অতিথি, আয়োজক, সংবাদ মাধ্যম এবং দর্শকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পর্বের আকর্ষন ছিল রাজ্যের বিশিষ্ট গল্পকারদের গল্পপাঠ।গল্পপাঠ করেন স্বনামখ্যাত বাচিক শিল্পীরা।

তাদের মধ যেখানে অনুষ্ঠিত হয় গল্পপাঠ। বিশিষ্ট গল্পকারদের নির্বাচিত গল্প পাঠ করেন বাচিক শিল্পীরা, বিমল চৌধুরীর গল্প পাঠ করেন অলোকানন্দা চৌধুরী, অলক দাশগুপ্তের গল্প পরিবেশন করেন সুমন ভট্টাচার্য্য ও গোপা সেনগুপ্ত, সন্তোষ রায়ের গল্প পাঠ করেন শুভাশিষ চৌধুরী ও পিনাকপানি দেব। এছাড়া, ড. সমিত রায় চৌধুরীর গল্প পাঠ করেন পরিচিতা রায় চৌধুরী এবং ড. শ্যামাপদ চক্রবর্তীর গল্প শোনান উদয়শংকর ভট্টাচার্য্য।

এই সাহিত্যসন্ধ্যার সমাপ্তি ঘোষিত হয় অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়-এর কণ্ঠে। উপস্থিত সকলেই এই সন্ধ্যায় অনুভব করেন, গল্পের শক্তি কতটা গভীর এবং সাহিত্য কীভাবে আমাদের মানসজগতে আলো ফেলতে পারে।

আগামীকাল, অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি, উৎসবের দ্বিতীয় দিন সকাল ১০:৩০ থেকে শুরু হবে নানা প্রতিযোগিতা ও সাহিত্য আলোচনা, গল্পকারদের স্ট্রে গল্পপাঠ, যেখানে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্যপ্রেমীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। উৎসবের প্রাণবন্ত পরিবেশ ও দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করে, গল্পের প্রতি ভালোবাসা কখনোই ম্লান হয়নি। আখ্যানের বিকেল আয়োজিত গল্প উৎসবের আয়োজকরা রবিবার গল্প উৎসবের দ্বিতীয় দিনে, রাজ্যের সকল সাহিত্য অনুরাগীদের এই গল্প ভুবনে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যসচেতক কল্যানী রায়।

কন্যা সন্তানদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সমন্বিত প্রচেষ্টা

নতুন দিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫: ২২শে জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে চালু করা হয়েছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়া (বিবিবিপি) প্রকল্পটি। এর লক্ষ্য হল লিঙ্গ ভিত্তিক নির্বাচন প্রতিরোধ করা, কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখা, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং কন্যা সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পটিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ু অর্থ সংস্থান করে এবং দেশের সমস্ত জেলা এর আওতাভুক্ত। কেবল পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে না।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

* প্রতি বছর জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাতের ২ পয়েন্ট উন্নতি (এসআরবি) করা।
* প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৯৫ শতাংশ বা তার বেশি হারে উন্নীত করা।
* প্রতি বছর ১ম ত্রৈমাসিক অন্তঃস্বত্বাকালীন (এএনসি) নিবন্ধন ১ু বৃদ্ধি করা।
* মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তালিকাভুক্তি ১ু বৃদ্ধি করা এবং প্রতি বছর মেয়ে / মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
* মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের ড্রপ আউটের হার রোধ করা।
* নিরাপদ মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন ম্যানেজমেন্ট (এমএইচএম) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের (এমওএইচএফডাব্লু) হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচএমআইএস) এর সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে প্রকাশ হচ্ছে যে এরফলে জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত (এসআরবি) উন্নতির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে জাতীয় স্তরে এই হার ৯১৮ থেকে বেড়ে ৯৩০ হয়েছে। এছাড়াও, মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে মেয়েদের মোট তালিকাভুক্তির অনুপাত ২০১৪-১৫ সালে ৭৫.৫১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৭৮ শতাংশ হয়েছে ণ্ডশিক্ষা মন্ত্রকের ইউনিফাইড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডু ে কশন (ইউডিআইএসই)এর-তথ্য অনুসারেণ্ণ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচএমআইএস) থেকে নেওয়া প্রতিবেদন অনুসারে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ২০১৪-১৫ সালের ৬১ু থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৯৭.৩ু হয়েছে।

একইভাবে, এইচএমআইএস তথ্য অনুসারে, প্রথম ত্রৈমাসিকের প্রসবপূর্ব যত্নের নিবন্ধকরণের হার ২০১৪-১৫ সালের ৬১ু থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৮০.৫ু হয়েছে।

কন্যা সন্তানের সামগ্রিক বিকাশের জন্য এবং মেয়েদের, তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের বছরব্যাপী ব্যস্ততা নিশ্চিত করার জন্য মাসভিত্তিক নির্দিষ্ট থিম সহ জেলা পর্য্যায়ে প্রস্তাবিত রূপান্তর কার্য্যক্রমের জন্য থিম ভিত্তিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মন্ত্রক তার কার্য্যক্রম তৈরি করেছে।

মিশন শক্তি নির্দেশিকা অনুসারে জেলাগুলিতে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে তাদের বিভিন্ন হারের জন্মকালীন লিঙ্গ অনুপাত (এসআরবি) স্থিতির উপর ভিত্তি করে। ২০২০-২১ সালের হিসাবে জেলাগুলির পৃথক জন্মকালীন লিঙ্গ অনুপাত-এর র কথা মাথায় রেখে (এমওএইচ ও এফডাব্লুয়ের এইচএমআইএস তথ্য অনুসারে), এই কর্মসূচির উপাদানের অধীনে অর্থ প্রদানের জন্য তিনটি বন্ধনী নির্ধারণ করা হয়েছে। যে জেলাগুলিতে এই হার ৯১৮ বা তার কম এসআরবি রয়েছে সেগুলিকে বছরে ৪০ লক্ষ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, ৯১৯ থেকে ৯৫২ পর্যন্ত এসআরবি রয়েছে এমন জেলাগুলিকে বছরে ৩০ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং ৯৫২ জনের বেশি এসআরবি রয়েছে এমন জেলাগুলিকে প্রতি বছর ২০ লক্ষ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, আগামী বছরগুলিতে যে কোনও নতুন জেলা গঠিত হলে তাকেও ৩০ লক্ষ টাকার বন্ধনীর আওতায় রাখা হবে। বিগত বছরগুলিতে, এই কর্মসূচি জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সফল হয়েছে। স্থানীয় সমাজ, সরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং মিডিয়া-র সমন্বয়ে মেয়েদের জন্য একটি সহায়ক ও ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ গড়ে তুলতে একসাথে কাজ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। পিসিপিএনডিটি আইন সম্পর্কে সচেতনতা অভিযান, কন্যা সন্তানের জন্য সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট খোলা এবং প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার (পিএমএমভিওয়াই) অধীনে মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিধানের মতো কেন্দ্রীভূত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের প্রতি ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তন প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত (এসআরবি) উন্নতি, মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং মেয়ে ও মহিলাদের জন্য আরও ভাল স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কন্যা সন্তানের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং জীবনচক্রের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে কন্যা সন্তানের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য সমস্ত স্তরে সমস্ত প্রকল্প / কর্মসূচি এবং নীতিসমূহের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। শুক্রবার লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুর।

দিল্লিতে বিজেপি এগিয়ে ৪৬টি আসনে; এএপি-র ঝুলিতে ২৪, খাতা খুলল না কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে সরকার গঠনের জন্য ইতিমধ্যেই জাদু সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলেছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি ৪৬টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। আম আদমি পার্টি এগিয়ে ২৪টি আসনে। কংগ্রেস খাতাই খুলতে পারেনি। দিল্লিতে বিজেপির জয় এখন একপ্রকার নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই আনন্দে মেতে উঠেছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা।

দিল্লিতে মোট ৬৯৯ জন প্রার্থীর ভাগ্যপরীক্ষা হয়েছে গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ৬৯৯ জনের মধ্যে ৬০৩ জন পুরুষ এবং ৯৬ জন মহিলা। এর আগে ২০২০ সালের নির্বাচনে আম আদমি পার্টি ৭০টি আসনের মধ্যে ৬২টি আসন জিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বাকি আটটি আসন পেয়েছিল। ওই নির্বাচনে কংগ্রেস কোনও আসন পায়নি। এবার কংগ্রেসকে হতাশ করলো দিল্লিবাসী।

কোচবিহারের মাথাভাঙায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত ৩টি দোকান

কোচবিহার, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কোচবিহারের মাথাভাঙা শহরে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল ৩টি দোকান। শনিবার সকালে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায় মাথাভাঙা শহরের সংলগ্ন কান্দুরার মোড় এলাকায়। আগুনের জেরে ভস্মীভূত হয়েছে কমপক্ষে ৩টি দোকান। যদিও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দমকল ও পুলিশ সূত্রে খবর, এই আগুনের জেরে একটি বিরিয়ানি ও একটি মুদিখানার দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। এছাড়াও, পুড়ে গিয়েছে পাশের অপর একটি দোকানও।

আগুন লাগার বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে পড়তেই তাঁরা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের অভিযোগ, দমকলকে খবর দেওয়া হলেও, দীর্ঘক্ষণ পরে এসে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, আগুনের জেরে দোকানের সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এক ব্যবসায়ীর দাবি, অগ্নিকাণ্ডের জেরে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। দমকল কর্মীদের অনুমান, শটসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে।

কল্যাণীর বাজি কারখানার মালিক গ্রেফতার

নদিয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছিলেন কল্যাণীর বাজি কারখানার মালিক খোকন বিশ্বাস। কিন্তু তিনি হাসপাতালে না গিয়ে পালিয়েছিলেন! অবশেষে ৭ ঘণ্টা পর তাঁকে ধরতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরেই খোকেনের সন্ধান পায় তাঁরা।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে ওই দোকানে আতসবাজি বিক্রির অনুমতি ছিল ঠিকই। কিন্তু দোকানের আড়ালেই অবৈধভাবে বাজির কারখানা চলত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার দায় গিয়ে পড়ে খোকনের ওপর। কিন্তু বিস্ফোরণের পরই সে ''গায়েব'' হয়ে যায়। বার বার তাঁর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন বদলাচ্ছিল।

সূত্রের খবর, শেষে নিজের ফোন বন্ধও করে দেন খোকেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। এক সঙ্গীর মাধ্যমেই তাঁর হদিস পায় পুলিশ। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের আশপাশের একটি এলাকা থেকে রাতেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।

এই ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ইতিমধ্যে জানিয়েছে নবান্ন। শুক্রবার দুপুরে রথতলায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের নাম বাসন্তী চৌধুরী, অঞ্জলি বিশ্বাস, রুমা সোনার এবং দুর্গা সাহা। এক মহিলা গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর নাম উজ্জ্বলা ভুঁইয়া।

সপ্তাহান্তে শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল একাধিক লোকাল

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিয়ালদহ সেকশনে সপ্তাহান্তে যাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কা। শনিবার রাত ১০.১৫ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা পর্য্যন্ত। প্রায় ৯ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ডায়মন্ড হারবার শাখায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার শাখার বাসুলডাঙা স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজের গার্ডার স্থাপন করার জন্যেই ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

শনিবার বাতিল থাকছে আপ শিয়ালদহ- ডায়মন্ড হারবার ৩৪৮৫৭ লোকাল, ডাউন ৩৪৮৬০, ৩৪৮৫৬ লোকাল ট্রেন।

রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) ডায়মন্ড হারবার - শিয়ালদহ আপ ৩৪৮১৩, ৩৪৮১৫, ৩৪৮১৭, ৩৪৮২৩ লোকাল এবং ডাউন ৩৪৮১২, ৩৪৮১৮, ৩৪৮২০ লোকাল। সোনারপুর -ডায়মন্ড হারবার ডাউন ৩৪৮৮২, ডায়মন্ড হারবার - বারুইপুর আপ ৩৪৮৯১ বাতিল করা হয়েছে।

কোন ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা?

১) ৩৪৮৫৪ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল ৮ ফেব্রুয়ারি মগরাহাট পর্য্যন্ত যাবে। আপ ৩৪৮৫৯ আপ ডায়মন্ড হারবার - শিয়ালদহ লোকাল শনিবার মগরাহাট থেকে ছাড়বে।

২) ৩৪৮৫৮ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল শনিবার বারুইপুর পর্য্যন্ত যাবে। ৩৪৮১১ আপ ডায়মন্ড হারবার - শিয়ালদহ লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি বারুইপুর থেকে ছাড়বে।

৩) ৩৪৮১৪ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি মগরাহাট পর্য্যন্ত যাবে। ৩৪৮১৯ আপ ডায়মন্ড হারবার -শিয়ালদহ লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি মগরাহাট থেকে ছাড়বে।

৪) ৩৪৮১৬ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি মগারহাট পর্য্যন্ত যাবে। ৩৪৮২১ আপ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি মগরাহাট থেকে যাত্রা শুরু করবে।

১০০ গিগাওয়াট সৌরশক্তি ক্ষমতার ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করল ভারত

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫: ভারত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় ১০০ গিগাওয়াট অতিক্রম করে যাওয়ার ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে ভারতের বিশ্ব নেতৃত্বের স্থান দখলের লক্ষ্যকে এই সাফল্য শক্তিশালী করল। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং সবুজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের দায়বদ্ধতার এই সাফল্য এক সাক্ষ্যপ্রমাণ স্বরূপ। এটা প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত ২০৩০ সালের মধ্যে অজৈব জ্বালানি-ভিত্তিক ৫০০ গিগাওয়াট উচ্চাকাঙ্ক্ষী শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারতের লক্ষ্য পূরণের পথকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এক দশক ধরে ভারতের শক্তিক্ষেত্রে জয়যাত্রা ঐতিহাসিক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। সৌর প্যানেল, সৌর পার্ক এবং বাড়ির ছাদে সৌর প্রকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে।

সৌরশক্তি ক্ষেত্রে ভারতের দক্ষতা ৩৪৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালের ২ গিগাওয়াট থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তা ১০০ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালে বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করেছে।

৪.৫৯ গিগাওয়াট নতুন উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ৫৩ শতাংশ।

বর্তমানে প্রায় ৯ লক্ষ বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। সারা দেশজুড়ে স্বচ্ছ জ্বালানি উৎপাদনের সমাধানসূত্র হিসেবে তা এক ইতিবাচক দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছত্তিশগড়ে পথ দুর্ঘটনায় নিহত ২ , আহত আরও ৫

রায়পুর, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ জেলায় শুক্রবার রাতে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহত আরও ৫ জন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , মহাসমুন্দের পাতেওয়া থেকে ওড়িশা গিয়েছিল বরযাত্রি সহ পিকআপ ভ্যানটি। ফেরার পথে নরতোরার কাছে টায়ার ফেটে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত বাকি ৫ জন চিকিৎসাধীন।

লাভ জিহাদ—২ : পশ্চিমবঙ্গে লাভ জিহাদের সঙ্গে লড়াই হোঁচট খাচ্ছে হরেক বাধায়

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অ্যাসিডে ফুসফুস পর্যন্ত ঝলসে গিয়েছিল মৌ রজকের (নাম পরিবর্তিত)। তবু সে যুঝে গিয়েছে এক সপ্তাহ। পুলিশের কাছে বয়ান দিয়েছে। কে অ্যাসিড ছুড়ে থাকতে পারে, তার চেহারার বর্ণনা হাসপাতালে শুয়েই সে দিয়েছিল পুলিশকে। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ২০১৯-এর মাঝ-অক্টোবরে আলো ফোটার আগেই কলকাতায় এনআরএসে মারা যায় নদিয়ার হাঁসখালিতে অ্যাসিডে আক্রান্ত মৌ।

অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে জানান, "লাভ জিহাদের বিষয়টি নিয়ে কিন্ত প্রথম কেরালার খ্রিস্টান পাদ্রী সম্প্রদায় আওয়াজ তুলেছিল। লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শুধু হুমকি নয়, প্রাণ চলে গিয়েছিল নদীয়ার হাঁসখালির নবম শ্রেণীর ছাত্রী মৌ রজকের। সে চল্লিশ বছরের ওই বিবাহিত মুসলিম জেহাদির প্রেমের ছলনা থেকে বান্ধবীদের সতর্ক করেছিল। দুর্গাপূজার নবমীর দিন ভোর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মৌ ও তাঁর মায়ের উপর অ্যাসিড ঢেলে দেয় ওই জেহাদি। কুড়ি দিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর বাচ্চা মেয়েটি মারা যায়।"

দেশ জুড়ে কাযর্কর হয়ে যাওয়া দণ্ডবিধি (ন্যায় সংহিতা) নিয়ে প্রস্তাবের উপরে দ্বিতীয় ও শেষ দফার আলোচনায় গত ২ আগস্ট শাসক ও বিরোধীদের বিতর্কে 'লাভ জিহাদ' প্রতিরোধ আইনের দাবি তুলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিতর্কের শেষ পর্বের বক্তা হিসেবে বিরোধী দলনেতা এ ব্যাপারে দৃঢ় সওয়াল করেন।

কিন্তু অর্থাভাব, সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবীর স্বল্পতা, পুলিশের একাংশের সদিচ্ছার পরিকাঠামো নানা সীমাবদ্ধতায় পশ্চিমবঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে লাভ জিহাদের সঙ্গে লড়াই। লড়াকু যোদ্ধা হিসাবে গ্রামবাংলার নানা জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছেন ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মত কিছু নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর কাছে বিশদ জানলেন এই প্রতিবেদক (শুক্রবারের কিস্তির পর)।

প্রশ্ন লাভ জিহাদের সঙ্গে লড়াইয়ে পুলিশের ভূমিকা কীরকম?

উঃ কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাই। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ যথেষ্ট সংখ্যায় মেলে না। ফলে আমরা সুফল পাইনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ মোটেই তৎপর হয় না। সায়নী ঘোষ (নাম পরিবর্তিত) নামে এক কিশোরীকে ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে বানানো হয় শবনম সিদ্দিকা। ওর পুত্র সন্তান জন্মের পরেই লাভ জিহাদি সাবির শেখ মুম্বই রওনা দেয়। সায়নীর উপর শুরু হয় শ্বশুর ও কাকার যৌন নির্যাতন। পালা করে ওঁরা ধর্ষণ শুরু করেন। মাস তিন ধরে সায়নী নানা ভাবে তাঁর বিধবা মা''র কাছে উদ্ধারের আবেদন জানান। ওঁকে দরজায় তালা মেরে রাখা হত।

কালনা থানার আধিকারিকদের কাছে মেয়েটির মা দরখাস্ত করে মেয়েটিকে উদ্ধারের দাবি জানান। ফোনে লাউড স্পিকারে মেয়েটি তাঁর বক্তব্য জানান পুলিশ আধিকারিককে। তবু নতুন বি.এন.এস আইনের বাধ্যবাধকতা তুলে ওই পুলিশ আধিকারিক মেয়েটির মায়ের সঙ্গে একজন সিভিক বা ভিলেজ পুলিশ পাঠাতেও অস্বীকার করেন।

আমি থানায় গিয়ে পুলিশকে বলি, 'ঠিক আছে, আপনাদের যাওয়ার দরকার নেই, আমরা তিরিশ জন তৈরি হয়েই এসেছি। হিন্দু মেয়ে আমি নিয়ে যাবো। তাতে যদি রক্তপাত হয়, হবে।' এই কথা বলে আমি থানা থেকে বার হয়ে চারটি গাড়ি নিয়ে রওনা দিই।

শনিবার আগরতলায় কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক সভার আয়োজন করেন কংগ্রেস কর্মকর্তারা।

বিজেপির উল্লাস

● প্রথম পাতার পর

হেঁটেছেন। তাছাড়া, এদিনের মিছিলে হেঁটেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা।

শনিবার আগরতলায় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, দিল্লি ভোটের ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল। দেশের মানুষ জানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ কিভাবে এগিয়ে চলছে। তিনি যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করছেন, যেভাবে গরীব মানুষের কল্যাণে চিন্তাভাবনা করছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য চিন্তাভাবনা করছেন - সেটারই প্রতিফলন দিল্লির ভোটের ফলাফল। আর এটাই হওয়ার ছিল। এতদিন দিল্লির আপ সরকারকে প্রত্যক্ষ করেছে মানুষ। কতটুকু দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল তারা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন অনেকদিন বাদেই দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পুন:প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এজন্য আমি সেখানকার মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি ধন্যবাদ জানাই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তাঁর কারণেই এই জয় সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রায় ২৭ বছর বাদে দেশের রাজধানী দিল্লিতে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ১৯৯৮ সালে শেষ বারের মতো দিল্লির মসনদে আসীন ছিল বিজেপি। শেষ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ছিলেন সুষমা স্বরাজ। এরপরই দিল্লির ক্ষমতায় পালা করে আসে কংগ্রেস ও আপ।

এদিকে,দিল্লিতে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ে মোহনপুর মন্ডলের উদ্যোগে বিজয় মিছিলের বের করা হয়েছে। এদিনের বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যানারা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, দিল্লির জয় থেকে রাজ্যের বিরোধীদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। কারণ, মানুষকে বিভ্রান্ত করে কোনো নির্বাচনে জেতা যায়না।আবারো তা প্রমাণিত হয়েছে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির তাবড়-তাবড় নেতা মন্ত্রীরা হেরেছেন।

পদ্ম

● প্রথম পাতার পর

জনগণের আস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দিল্লিকে দূষণমুক্ত করব এবং আমরা দিল্লিকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর শহর বানাতে চাই। দিল্লির চেহারা বদলে যাবে। আমি জনগণকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের জয় প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বড়।'

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর দিল্লির জনগণকে ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর কথায়, মোদীজির নেতৃত্বে একটি আদর্শ রাজধানীতে পরিণত হবে দিল্লি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'দিল্লিবাসী দেখিয়ে দিল, বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা যায় না। জনসাধারণ নিজেদের ভোট দিয়ে নোংরা যমুনা, নোংরা পানীয় জল, ভাঙা রাস্তা, উপচে পড়া নর্দমা এবং মদের দোকানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে আরও জানান, দিল্লিতে এই বিশাল জয়ের জন্য যারা দিনরাত পরিশ্রম করেছেন বিজেপির সমস্ত কর্মীদের আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। মোদীজির নেতৃত্বে একটি আদর্শ রাজধানীতে পরিণত হবে দিল্লি।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করলেন সিপিআই নেতা ডি রাজা। তাঁর মতে, অনৈক্যের কারণে এমন ফল হয়েছে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে আম আদমি পার্টি, কংগ্রেস খাতায় খুলতে পারেনি। আর বিজেপি দিল্লিতে সরকার গঠন করতে চলেছে।

এই ফলাফল প্রসঙ্গে শনিবার চেন্নাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডি রাজা বলেছেন, 'এটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে, ইন্ডি জোটের দলগুলির মধ্যে অনৈক্যের কারণে হয়েছে। বিশেষ করে কংগ্রেসকে অবশ্যই আগামী দিনে ইন্ডি জোটকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় সে সম্পর্কে গুরুতর আত্মদর্শন করতে হবে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

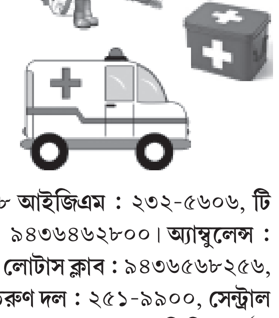

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে দেশ ও বিদেশ থেকে রাজ্যে বিনিয়োগ আনার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এখন বলা যায় এই উদ্যোগ সফল হয়েছে। প্রায় ৮৭ জন বিনিয়োগকারী রাজ্য সরকারের সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করেছেন। এই বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩,৭০০ কোটি টাকা। মানুষ চায় যেখানেই তারা বিনিয়োগ করবেন সেখানে যাতে শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকে। আমরা রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় রেখেছি। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার দিক থেকে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। তাই মানুষ এখানে আসছেন। তারা এখানে নিরাপদ অনুভব করছেন। তিনি বলেন, আমাদের অনেকগুলি ইনসেনটিভ স্কিম রয়েছে। যেমন বিদ্যুত ক্ষেত্রে সাবসিডি পাবেন তারা। ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রেও সাবসিডি রয়েছে। আমাদের অনেকগুলি পলিসিও রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বদাই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অষ্ঠলক্ষ্মী বলে অভিহিত করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে রাবার। রাবার উৎপাদনে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যে রাবার ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকার রাবার পার্ক তৈরী করা সহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করছে। ফলে বিনিয়োগকারীরা রাজ্যে রাবার ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেখাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঁশ রাজ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাঁশভিত্তিক শিল্প স্থাপনেও রাজ্য সরকার বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। রাজ্যে বাঁশ চাষের উন্নয়নে ব্যাম্বু মিশনও চালু করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যতম ফল আনারসকে ভিত্তি করে রাজ্যে ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনেও বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই রাজ্য সরকার রাজ্যের ইকো-ট্যুরিজম, ধর্মীয় ট্যুরিজমকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের প্রসারে হোটেল স্থাপনেও বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। রাজো আগর শিল্পের প্রসারে আগর পলিসি চালু করা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে নন-ফরেস্টের ২ হাজার হেক্টর এলাকায় ৫ মিলিয়ন আগর গাছ রয়েছে। দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীরাও রাজ্যে আগর শিল্পে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করছেন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ রাজ্য সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি উত্তর পূর্বকে অষ্টলক্ষী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উত্তর পূর্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি চালু করেছেন তিনি। আর উত্তর পূর্ব ভারতেরই একটি রাজ্য ত্রিপুরা। যার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে বাংলাদেশ। যেখানে পূর্বে রয়েছে আসাম ও মিজোরাম। এটা দেশের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। জনসংখ্যার দিক দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। অভূতপূর্ব ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা। এর জনসংখ্যা আনুমানিক ৪১.৬৫ লক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের অফুরন্ত সম্ভার রয়েছে। যেটা দিয়ে বিদ্যুত ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হচ্ছে। ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলত কৃষি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। রাজ্যে "লক্ষ্য ২০৪৭" নামে একটি ভিশন চালু করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা একটি পারফর্মার স্টেট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এখানে মাথাপিছু আয় পৌঁছেছে ১,৭৭,৭২৩ টাকায়। যেটা ২০১২ অর্থবর্ষের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ত্রিপুরায় জিএসডিপি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮.৯। জিএসডিপি এর ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। এসডিজি (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল) ইনডেক্সের ক্ষেত্রে ২০২৩ - ২৪ এ ত্রিপুরা পারফর্মার স্টেট থেকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে হীরা মডেল দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর ফলে জাতীয় সড়কগুলি উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দর উত্তর পূর্বের অন্যতম সুন্দর বিমানবন্দর এবং এটি দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর হিসেবে পরিণত হয়েছে। আগামীতে সাব্রুমে মৈত্রী সেতু চালু হয়ে গেলে এটি দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করবে। ইতিমধ্যে সেখানে স্পেশাল ইকোনমিক জোন (এসইজেড) ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন বিনিয়োগকারী এতে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমরা তিনটি আধুনিক ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) গড়ে তুলেছি। এখানে শিল্প স্থাপনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে রাবার, বাঁশ, আগর, প্রাকৃতিক গ্যাস, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, হস্তশিল্প ও কারু শিল্প ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, টিআইডিসির চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ডিজি ইন্টিলিজেন্স অনুরাগ, পিসিসিএফ আর কে শামল, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি, আসামের শিল্প দপ্তরের সচিব ইন্দিরা কলিতা সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

সাংসদ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

হরিয়ানা, ওড়িশার পর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁর কঠিন পরিশ্রমের পরিণাম মিলেছে। ২৭ বছর বাদে বিজেপি দিল্লি মসনদে বসতে চলেছে। অবশ্য, এই সাফল্যের জন্য বিপ্লব কুমার দেব নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ -কে সমস্ত কৃতিত্ব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দলের দেওয়া দায়িত্ব পালন প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি। সর্বদা লক্ষ্যপূরণের চেষ্টায় থাকি। কখনোই সুযোগ সুবিধা আদায় করার মানসিকতা রাখি না। শুধু দলের জন্য প্রাণপণ দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।এদিন তিনি বলেন, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নিশ্চিত ছিল। কারণ, নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মানুষের আস্থা, অমিত শাহের রণকৌশল এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পাপ, এই ত্রয়ীর সমীকরণে জয় স্বাভাবিক ছিল। তিনি জোর গলায় বলেন, দিল্লি আজ পাপ মুক্ত হয়েছে। আম আদমি পার্টি দিল্লির শুধুই সর্বনাশ করেছে। তাঁর দাবি, করোনাকালে কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ হস্তে সহায়তার জন্য এগিয়ে না আসলে দিল্লির অর্ধেক মানুষ মারা যেতেন। তাঁর অভিযোগ, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতিবাচক মানসিকতা দিল্লীবাসীকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ওই মহামারির হাত থেকে দিল্লীবাসীকে বাঁচিয়েছে।এদিন বিপ্লব কুমার দেব ভবিষ্যত বাণী করেন, দিল্লির রাজনীতি থেকে আম আদমি পার্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক কর্মজীবন সমাপ্ত হয়ে যাবে। তাই, এখন তিনি পাঞ্জাবের দিকে নজর দেবেন। কারণ, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ক্ষমতা ছাড়া থাকতে পারেন না। তাই, তিনি ভগবন্ত মন-কে পদ থেকে সরিয়ে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করবেন, কটাক্ষের সুরে বলেন বিপ্লব দেব।

সমন্বয় সমিতি

● প্রথম পাতার পর

দাবিগুলি হল, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার মধ্যে ৫০-৫০ শতাংশ কর বন্টনের করা, এডিসি এলাকায় শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের জন্য সরাসরি অধিক অর্থ প্রদান করা, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা। তাছাড়া, সর্বশিক্ষা অভিযান ও রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিয়মিত স্কেল প্রদান করা, নিয়মিত পথে কর্মচারীদের বঞ্চনার অবসান দূর করা এবং শূন্য পূরণ করতে হবে সহ আরো অন্যান্য দাবি।

রতন নাথ

● প্রথম পাতার পর

আশা ব্যক্ত করেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, দিল্লির জয় থেকে রাজ্যের বিরোধীদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। কারণ, মানুষকে বিভ্রান্ত করে কোনো নির্বাচনে জেতা যায়না।

বাংলাদেশ সীমান্তে গ্রেফতার দুই অনুপ্রবেশকারী

উত্তর ২৪ পরগনা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে আগেই এসেছিল দুই বাংলাদেশি। দিল্লি গিয়ে কাজও করছিলেন। আবার বাংলাদেশ ফিরে যাওয়ার পথে গ্রেফতার হন দুই অনুপ্রবেশকারী। শনিবার ভোররাতে তাঁদের দুজনকে বসিরহাটের স্বরূপনগর থেকে ধরা হয়।ধৃত দুজনের নাম মিলন হোসেন ও জোৎস্না আক্তার। পুলিশ সূত্রে খবর, কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ওই দুজন চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকে কাজের সূত্রে দিল্লিতে চলে যায়। সেখান থেকেই ফের বাংলাদেশ ফেরার চেষ্টা করছিল। শনিবার ভোররাতে দুজনে বসিরহাটের স্বরূপনগরের ভারত-বাংলাদেশ তারালি সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।সেসময় বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের আটকে পরিচয় জানতে চান। ভারতের বৈধ কাগজপত্রও দেখতে চান জওয়ানরা। কিন্তু কোনও কাগজপত্রই দুজনে দেখাতে পারেননি। চাপ দিলে সত্য কথা বেরিয়ে আসে। জানা যায়, তাঁরা দুজনেই বাংলাদেশের বাসিন্দা। এরপরই দুজনকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।জেরায় পুলিশ জেনেছে, দালালদের মাধ্যমে তাঁরা এদেশে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছিল। দিল্লিতে কোথায় কাজকর্ম করত তাঁরা? দুজনে কি আদৌ সত্যি বলছে? সবকিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাঁদের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

দুই তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দু'জন আলোকচিত্রীর বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): যাদবপুরে দুই তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল আলোকচিত্রীর পরিচয় দেওয়া দুই যুবকের বিরুদ্ধে। যাদবপুর থানায় শুক্রবার রাতে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।অভিযোগ, সিনেমায় কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে 'নির্যাতিতা'দের সঙ্গে আলাপ করেন দুই অভিযুক্ত। টলিউড তারকাদের ছবি তোলেন তথাগত ঘোষ। তাঁর জনপ্রিয়তা বিপুল। শুক্রবার যাদবপুর থানার দ্বারস্থ হন তিনি। প্রতীক পাল ওরফে সায়ন এবং তপন পাল ওরফে অনিকেত বসুর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সায়ন উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ের বাসিন্দা। তপন নৈহাটিতে থাকে। প্রতীক এবং তপন নাকি ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত। অভিযোগ, তারা তারকা ফটোগ্রাফার তথাগত ঘোষের নাম করে একাধিক তরুণীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। মহিলাদের দাবি, পোর্টফোলিও তৈরির নামে বিভিন্ন জায়গায় ডেকে নিয়ে যেত দুই যুবক। সেখানে ছবি তোলার অছিলায় ধর্ষণ করত। টলিপাড়ায় কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দিত। এর পরে ওই দুই তরুণীকে বেশ কয়েকবার তাঁরা ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। ধর্ষণের বিষয়টি গোপন রাখার জন্য 'নির্যাতিতা'দের নাকি হুমকিও দেন অভিযুক্তেরা।

সমবায় সমিতির ভোটে জয়ে শুভেন্দুর বার্তা

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সমবায় সমিতির ভোটে জয়ের পর বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার এক্সবার্তায় তিনি এই বার্তা দেন।

তিনি লিখেছেন, "পূর্ব মেদিনীপুরে খেজুরীর নিবেদিতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনে ১১ টি আসনের প্রতিটিতেই বিজেপি সমর্থিত রাষ্ট্রবাদী প্রার্থীগণ জয়লাভ করেছেন। এদের মধ্যে খেজুরীর ৪ নং মন্ডল সভাপতি সুর্যকান্ত দাসকে মমতার পুলিশ তিনটি মিথ্যা মামলা দিয়ে নিজেদের হেফাজতে আটক করে রেখেছে। তবু তিনি এই নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। ওনাকে গ্রেফতার করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সমবায় নির্বাচন কে অনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করা। মমতা ব্যানার্জী যতই মিথ্যা মামলা দিয়ে, পুলিশ দিয়ে ধমকে, চমকে, ভয় দেখান না কেনো; বিজেপিকে আটকাতে পারবেন না। বিজেপি লড়াই করতে জানে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বৈরাচারী শাসক মমতা ব্যানার্জী আর তার দল তোলামূলকে উৎখাত না করা পর্যন্ত বিজেপির এই লড়াই চলবে।

উমরাংসোতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বুনো হাতির

উমরাংসো (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় অন্তর্গত উমরাংসোতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে একটি বুনো হাতির। উমরাংসোর বড়লাংরো গ্রামের এক জঙ্গলে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে নিপকো-র একটি বিদ্যুতের খুঁটির সংস্পর্শে আসায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে বুনো হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে বনবিভাগ সূত্রে জানা গেছে।এদিকে, বুনো হাতির বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়ার পর চোরাশিকারিরা তার দাঁত কেটে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু দাঁত কাটার মুহূর্তে বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় চোরাশিকারিরা এই দুষ্কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়নি। পশু চিকিৎসকের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত হাতিটির ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেছেন বলে জানা গেছে।

পচাগলা দেহ

● প্রথম পাতার পর

এক ব্যাক্তির পঁচা গলা মৃত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য বিলোনিয়া বাঁশ পাড়া কলোনি এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান দশ থেকে পনের দিন আগে মৃত্যু হয়েছে এই ব্যক্তির। নাম বিপ্লব পোদ্দার ,বয়স সাতান্ন বছর। তবে কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায় নি। এদিকে, ঘটনায় খবর পেয়ে ছুটে যায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ। এরপর মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয় বিলোনিয়া হাসপাতালে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মৃত বিপ্লব পোদ্দার একাই বাড়িতে থাকতেন। ঘরের দরজা বন্ধ। পঁচা গন্ধ বের হচ্ছে। শনিবার দুপুরে এই গন্ধ বের করতে এলাকার কিছু লোক বাড়িতে ঢুকে দরজার সামনে যেতেই আরো তীব্র গন্ধ পায়। খবর দেওয়া হয় বিপ্লবের আত্মীয় স্বজনক। এরপর পুলিশের উপস্থিতিতে দরজা ভাঙ্গতেই উদ্ধার হয়েছে পঁচা গলা মৃত দেহ। বাড়ির এলাকার কাছাকাছি বোনের বাড়ি। মৃতের বোনের কাছ থেকে জানা যায়, তিনি নাকি বাড়িতে ঠিক ভাবে থাকেন না। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। গত কিছুদিন যাবৎ খোঁজ পাওয়া যায়নি। মোবাইলছ ফোন করলেও রিসিভ করছে না।ঘরের ভিতরে ভাইয়ের লাশের খবর পেয়ে কান্নায় ভেংগে পরে। পুলিশ মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী তাদের গ্রেফতার করা হবে।

প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তের পর আজ সকাল থেকে পুনরায় তেলের ট্যাঙ্কার চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ শুরু হয়েছে।সাধারণ মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করেছেন প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের জন্য। তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সাংসদ রাজীব

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সব মন্ত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এদিন তিনি আরও বলেন, ২৭ বছর পর দিল্লিতে বিজেপি সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের সুফল দিল্লিবাসী পাবে বলে, আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জের, ভাইকে ট্রাক্টর চাপা দিয়ে মারার অভিযোগ

বারাবাঁকি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভাইয়ে—ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জের, আর তার জেরেই প্রাণ গেল এক ভাইয়ের। জানা গেছে, প্রতিবন্ধী ভাই অখিলেশের সম্পত্তি কে নেবে তাই নিয়ে অপর দুই ভাই আনন্দ আর অরুণ কুমারের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বিরোধ চরমে গেলে এক ভাই অপর ভাইয়ের উপর ট্রাক্টর চালিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন যে, রামনগর থানার অন্তর্গত রামভাপুর গ্রামে, প্রতিবন্ধী ভাই অখিলেশের সম্পত্তি কে নেবে তাই নিয়ে ওইদিন রাতে আনন্দ সিং তার ভাই অরুণ কুমারকে ট্রাক্টর চাপা দিয়ে দেয়। গুরুতর আহত হন অরুণ। শনিবার লখনউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান অরুণ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে চিকিৎসক সম্মেলন

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জাতীয়তাবাদী চিকিৎসক ছাত্র সংগঠন মেডিভিশন এর উদ্যোগে রবিবার আলিপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টুডেন্টস কনভেনশন তথা চিকিৎসক সম্মেলন হতে চলেছে। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কল্যাণী এইমসের অধিকর্তা ডঃ রামজী সিং। মেডিভিশনের রাজ্যর আহ্বায়ক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে জানান, এরাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে চিকিৎসক তথা মেডিক্যাল, প্যারা মেডিক্যাল, ডেন্টাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করবেন। রাজ্য জুড়ে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে চিকিৎসা পরিষেবা ও অব্যবস্থা এবং নানা অনিয়ম রুখতে মতবিনিময় করা হবে। উল্লেখ্য, আর জি কর এর অভয়ার জন্মদিনেই হবে এই চিকিৎসক সম্মেলন।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ে বাঁকুড়ায় উল্লাস

বাঁকুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জয়ে উচ্ছ্বসিত বাঁকুড়ার বিজেপি শিবির। এদিন দুপুরে বিজেপির কার্যালয়ের সামনে উল্লাসে মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা। জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল ও বাঁকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা সকল কর্মী ও সমর্থকদের অভিনন্দন জানান। কার্যালয়ের সামনেই শুরু হয় আবির খেলা, বাজি ফাটানো। পরে সেখান থেকে মিছিল করে স্টেশন মোড়ে পৌঁছান সবাই। সেখানে চলে মিষ্টিমুখ।

এদিন সকাল থেকে ভোট গণনার শুরুতেই বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বেলা বাড়তেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে দিল্লিতে এএপি-কে বিদায় জানিয়ে বাজিমাত করেছে বিজেপি। তারপরই বাঁকুড়ায় শুরু হয় উৎসবের আমেজ।

বাঁকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত এএপি-কে বিদায় করেছে দিল্লিবাসী। তাদের অভিনন্দন জানাই। দিল্লি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে আগামী দিনে দেশজুড়ে বিজেপির জয়জয়কার অনিবার্য। তিনি আরও বলেন, এই জয় নরেন্দ্র মোদীর জয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর জয়।

আইসিডিএস কর্মীর উপর অ্যাসিড হামলা যুবকের

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এক মহিলার উপর অ্যাসিড হামলা চালিয়ে পলাতক অভিযুক্ত যুবক। ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আক্রান্তের শরীরের একাধিক জায়গা পুড়ে গিয়েছে বলে খবর।শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানার কৃষ্ণনগর বাজার এলাকায় ওই ঘটনা ঘটেছে। ওই মহিলা এলাকায় আইসিডিএস কর্মী হিসেবে এলাকায় কাজ করেন।

অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ওই মহিলাকে এলাকারই এক যুবক উত্ত্যক্ত করছিলেন। ওই যুবক ওই মহিলারই প্রতিবেশী। দীর্ঘদিন ধরে কুপ্রস্তাব দিলেও ওই মহিলা সাড়া দেননি। ফলে আক্রোশ আরও বেড়ে যায়। প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছিলেন না মহিলা। সেই আক্রোশে অভিযুক্ত ওই কাজ করেন।

হাতির আক্রমণ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের রক্ষায় উত্তরবঙ্গে বিশেষ সতর্কতা

জলপাইগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই অবস্থায় উত্তরবঙ্গে অরণ্য-সংলগ্ন অঞ্চলে বিশেষ সতর্কতা নিচ্ছে বন দফতর।কোন জঙ্গলে কটা হাতির দল? মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরির কাজ শুরু করল বন দফতর। এমনকী হাতির দলগুলোর গতিবিধির উপর নজর রাখতে নামানো হয়েছে ড্রোন এবং থার্মাল ক্যামেরা।জঙ্গল সংলগ্ন বনবস্তি, গ্রাম ও চা-বাগান এলাকার পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এভাবেই নিজেদের কর্মসূচি সাজিয়ে ফেলেছে বন দফতর। স্পর্শকাতর এই সকল এলাকার ছাত্রছাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, তার জন্য আলাদা করে গাড়ির ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।উত্তরবঙ্গ বন বিভাগ সূত্রের খবর, জঙ্গল সংলগ্ন বনবস্তি, গ্রাম ও চা-বাগান এলাকা যেখানে হাতিদের করিডর রয়েছে সেখানে বাড়তি নজরদারি থাকছে। ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড এবং রেঞ্জগুলোকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই মতো কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় এই বছর ৩৬ হাজার ৬৮৮ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ১০০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

পূর্ব বর্ধমান, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সূত্রের খবর, পড়তে না বসে ফোন ঘাটছিল মেয়ে। বকাবকি করেন বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। অনুমান, তাতেই বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে জামালপুর এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মনীষা ঘোষ। সে জামুদাহ চককৃষ্ণপুরের বাসিন্দা। বছর ষোলোর মনীষা চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে পড়তে না বসে মোবাইল ঘাটছিল সে। তা দেখে রেগে যান বাড়ির লোক। কিছুটা বকাবকি করেন তাঁরা।বাড়িতে আলু চাষের জন্য রাখা কীটনাশক খায় ওই ছাত্রী। অসুস্থ হয়ে পড়ে কিশোরী। বাড়ির লোক বিষ খাওয়ার কথা জানতে পেরে তাকে তড়িঘড়ি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার বাবা উত্তম ঘোষ বলেন, "পড়াশোনা নিয়ে একটু বকাবকি করেছিলাম। সেই নিয়ে আজ সকালে বিষ খেয়ে নেয়। হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা বলেন ও আর বেঁচে নেই।" ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়।

প্রাঙ্গন

ইকফাই ও আগরতলা প্রেসক্লাবের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। বন্ধুত্বপূর্ণ দুই পক্ষের মেলবন্ধনকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে। শনিবার ইকফাই মাল্টি স্পোর্টস গ্রাউন্ডে, এই ম্যাচে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক ক্রিকেটাররা মুখোমুখি হলো ইকফাই ক্রিকেট টিম-এর। ইকফাই -এর মাল্টি স্পোর্টস গ্রাউন্ডে হলো জমজমাট এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। ম্যাচে টসে জয়লাভ করে আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট টিম অধিনায়ক অভিষেক দে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যাট করতে নেমে ইকফাই ক্রিকেট টিমের ক্রিকেটাররা নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৫৭ রান। পাল্টা খেলতে নেমে আগরতলা প্রেস ক্লাব দল শেষ ওভারে পাঁচ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ম্যাচে একদল জিতলো তো আরেকদল হারলো, সেটা মুখ্য বিষয় ছিল না। তবে আখেরে কিন্তু জয় হলো ক্রিকেটেরই। ইকফাই দলের হয়ে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, সুমন দে, দীপাংশু বিশ্বাস, লক্ষিন্দর দেবনাথ, শুভাশিস বিশ্বাস, সুমন শুক্ল দাস, নান্টু রবিদাস, অরিজিৎ দাস, প্রসেনজিৎ সরকার, সতীশ কুমার, গণেশচন্দ্র পাল যেমন খেলেছেন, তেমনি আগরতলা প্রেসক্লাবের হয়ে অভিষেক দে, সুমন ঘোষ, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, সুব্রত দেবনাথ, জাকির হোসেন, মেঘধন দেব, মিল্টন ধর, শিসান চক্রবর্তী, বাপন দাস, প্রসেনজিৎ সাহা, অঞ্জন দেব, বিষ্ণুপদ বনিক দারুন খেলা উপহার দিয়েছেন। ম্যাচের শুরুতে ইকফাই ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর বিপ্লব হালদার, ডিন প্রফেসর ডক্টর শুভাশিস চ্যাটার্জী, প্রফেসর ডক্টর মাধব চন্দ্র ঘোষ, প্রফেসর ডক্টর প্রিয়াংশু রানা বরঠাকুর রেজিস্ট্রার এ রঙ্গনাথ ও বরিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং আগামী দিনেও এ ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচের আয়োজন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষে যুগ্ম সম্পাদক তথা টিম ক্যাপ্টেন অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট শুরু ১২ ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত মরশুমের ঘরোয়া সিনিয়র বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। লীগ পর্যায়ের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এ বছর অংশ নেবেন মোট ছয়টি দল। দলগুলি হল ব্লাড মাউথ, জেসিসি, স্ফুলিঙ্গ, সংহতি, হার্ভে ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। খেলা হবে মেলাঘর শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দান, আগরতলায় এমবিবি স্টেডিয়াম ও নরসিংগড় টি আইটি মাঠে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন রয়েছে তিনটি করে ম্যাচ। ১২ ফেব্রুয়ারি মেলাঘরে ব্লাড মাউথ বনাম স্ফুলিঙ্গ, টি আই টি তে জে সি সি বনাম সংহতি এবং এমবিবিতে হার্ভে বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ১৪ ফেব্রুয়ারি মেলাঘরে সংহতি বনাম হার্ভে, এম বি বি তে স্ফুলিঙ্গ বনাম জেডিসি এবং টি আই টি তে ব্লাডমাউথ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।১৬ ফেব্রুয়ারি টি আই টি তে জে সি সি বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এমবিবিতে স্ফুলিঙ্গ বনাম সংহতি এবং মেলাঘরে ব্লাড মাউথ বনাম হার্ভে। ১৮ ফেব্রুয়ারি এমবিবিতে ব্লাড মাউথ বনাম জেসিসি, টি আই টি তে স্ফুলিঙ্গ বনাম হার্ভে এবং মেলাঘরে সংহতি বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ২০ ফেব্রুয়ারি টি আই টি তে জে সি সি বনাম হার্ভে, এমবিবিতে ব্লাড মাউথ বনাম সংহতি এবং মেলাঘরে স্ফুলিঙ্গ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ২২ ফেব্রুয়ারি টি আই টিতে ব্লাড মাউথ বনাম স্ফুলিঙ্গ, মেলাঘরে জেসিসি বনাম সংহতি এবং এমবিবিতে হার্ভে বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ২৪ ফেব্রুয়ারি মেলাঘরে ব্লাডমাউথ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, টি আই টি তে সংহতি বনাম হার্ভে এবং এমবিবিতে স্ফুলিঙ্গ বনাম জেসিসি। ২৭ ফেব্রুয়ারি টি আই টি তে স্ফুলিঙ্গ বনাম সংহতি, এমবিবিতে ব্লাড মাউথ বনাম হার্ভে এবং মেলাঘরে জেসিসি বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। পয়লা মার্চ এমবিবিতে ব্লাড মাউথ বনাম জেসিসি, মেলাঘরে স্ফুলিঙ্গ বনাম হার্ভে এবং টি আই টি তে সংহতি বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।৩ মার্চ এমবিবিতে ব্লাড মাউথ বনাম সংহতি, মেলাঘরে জেসিসি বনাম হার্ভে এবং টি আই টি তে স্ফুলিঙ্গ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।

সদর ক্রিকেটে দশমীঘাটকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় এ ডি নগর প্লে সেন্টারের

দশমীঘাট কোচিং সেন্টার ১২৯ — এ ডি নগর প্লে সেন্টার- ১৩৩/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে জয়ে এগুচ্ছে এ ডি নগরে কোচিং সেন্টার। শেষ ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে পরাজিত হওযার পর দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাড়ালো এ ডি নগর প্লে সেন্টার। শনিবার দশমীঘাট কোচিং সেন্টারকে ৬ উইকেটে পরাজিত করলো এ ডি নগর। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুর্বল দশমীঘাট কোচিং সেন্টার ১২৯ রান করে। দলের পক্ষে প্রশান্ত বিশ্বাস ৫৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, আকাশ চক্রবর্তী ৬৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং অর্ণব দাস ৪৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৮ রান। এ ডি নগর প্লে সেন্টারের পক্ষে তুহিন দেবনাথ ১২ রানে, শিবরাজ ভট্টাচার্য্য ১৮ রানে এবং তীর্থ চক্রবর্তী ২০ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে এ ডি নগর কোচিং সেন্টার প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ১৬.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দিব্যজ্যোতি ধর ১২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০, ময়ুখ চৌধুরি ৪৫ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ এবং তুর্জা চক্রবর্তী ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। দশমীঘাট কোচিং সেন্টারের পক্ষে ঋতমন দাস ২৭ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রশিক্ষকের স্বপ্ন পূরণে ছাত্র জিমন্যাস্ট সমীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ভারতীয় জিমন্যাস্টিকসে অন্যতম একটি নাম সমীর দেব।ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা তিনি।বর্তমানে চন্ডীগড়ে রয়েছেন আছেন সমীর দেব। ইন্ডো তিব্বত বর্ডার পুলিশে জিমন্যাস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সমীর বাবু। আই টি বি পির হয়ে স্বর্ণ সহ রৌপ্য ,ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন তিনি।অবসর হবার পর সমীর দেব পি আই এস মোহালি একাডেমিতে শুরু করলেন জিমন্যাস্ট তৈরির কাজ। বহু জিমন্যাস্ট তৈরিও করেছেন তিনি।দীর্ঘ বহু বছর পি আই এস মোহালিতে কাজ করার পর অবশেষে অবসর নিলেন। তবে সেই একাডেমিতে সমীর দেবের হাতে গড়ে উঠা জিমন্যাস্ট স্বার্থক ওয়ালিয়া কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৬৮ তম স্কুল গেমসে অর্জন করলো স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদক অনুর্ধ ১৯ বছর বিভাগে। ছাত্রের এই সফলতায় খুবই খুশি কোচ সমীর দেব।বিষয়টা রাজ্যবাসীর জন্য ও গর্বের।গত নয় বছর ধরে স্বার্থককে ট্রেনিং করিয়েছেন সমীর দেব।এই স্কুল গেমসে সমীর দেব খোদ ছাত্রের পাশে ছিলেন। প্রতিযোগিতায় নামার পূর্বে স্বার্থককে ট্রেনিং ও করান তিনি।সমীর দেবের স্বপ্ন পূরণ করলো তার ছাত্র স্বার্থক।

চুরাইবাড়িতে নৈশকালীন ক্রিকেট শুরু ১০ ফেব্রুয়ারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি চুরাইবাড়ি। চুরাইবাড়িতে শুরু হচ্ছে বহু চর্চিত নৈশকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। মূলতঃ চুরাইবাড়ি থানা ও স্থানীয় ফ্রেন্ডস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ও পরিচালনায় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চলতি মাসের দশ ফেব্রুয়ারি উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথের হাত ধরে এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে স্থানীয় ফ্রেন্ডস ক্লাব সংলগ্ন মাঠে।চলবে সপ্তাহব্যাপী।এবছর চতুর্থ এডিশনের খেলায় মোট বত্রিশটি দল অংশগ্রহণ করবে বলে জানান পরিচালন কমিটির সদস্য জন্মজিৎ কানু। এদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খেলা কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেব জানান,সিক্স এ সাইড নিয়মে খেলা হবে এবং প্রতিদিন ম্যান অব দ্যা ম্যাচ সহ চ্যাম্পিয়ন দলকে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং রানার্স দলকে কুড়ি হাজার টাকা সহ ট্রফি প্রদান করা হবে। এদিকে পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা চুরাইবাড়ি থানার ওসি খোকন সাহা জানান, যুবকরা যেভাবে নেশার কড়াল গ্রাসে আক্রান্ত হচ্ছে তা আগামী দিনে যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।তাই যুবকদের মাঠমূখী করতেই প্রশাসনের এই প্রয়াস।অপরদিকে,চুরাইবাড়ির এই নৈশকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে ঘিরে প্রতি বছরই উন্মাদনা থাকে চরম তুঙ্গে। এবছরও এর ব্যতিক্রম নয়। স্থানীয় খেলোয়াড় সহ রাজধানী আগরতলা সহ আসামের ও অন্যান্য বহিঃরাজ্য থেকেও নামী খেলোয়াড়রা এসে মাঠ কাঁপান। সর্বোপরি এই টুর্নামেন্ট রাজ্যের মধ্যে একটি নজড় কাড়া টুর্নামেন্টের তকমা পায়।

কোপা দেল রে-র শেষ চারে বার্সা

ইংল্যান্ডের কারাবাও কাপের সেমিফাইনালে একপেশে জয় পেল লিভারপুল। প্রথম পর্বের ম্যাচে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকলেও ঘরের মাঠে দ্বিতীয় পর্বে ৪ গোলে হারাল টটেনহ্যামকে। অন্যদিকে স্পেনের কোপা দেল রে-তে ভ্যালেন্সিয়াকে ৫-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে চলে গেল বার্সেলোনাও। সেখানে হ্যাটট্রিক করলেন ফেরান তোরেস।
কারাবাও কাপের প্রথম পর্বের ম্যাচে টটেনহ্যামকে জিতিয়ে ছিলেন লুকাস বার্জভাল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে কার্যত আত্মসমর্পণ পোস্তেকোগলুওর ছেলেদের। গোটা ম্যাচে গোল লক্ষ্য করে কোনও শটই নেই হিউং মিন

সৌম্যদ্বীপের হাত ধরে প্রথম জয় পোলস্টারের

বাধারঘাট সি সি-৯৮/৮ — পোলস্টার ক্লাব- ৯৯/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো পোলস্টার ক্লাব। সৌম্যদ্বীপ দে-র অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। ৭ উইকেটে পরাজিত করলো বাধারঘাট কোচিং সেন্টারকে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। শনিবার ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়েই জয় ছিনিয়ে নেয় পোলস্টার। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাধারঘাট কোচিং সেন্টার মাত্র ৯৮ রান করে। দলের পক্ষে রোহিত সরকার ৩২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, দ্বীপজয় দাস ২৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং মোহিত ঋষি দাস ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। চোট থাকায় দলের শেষ দুই ব্যাটসম্যান মাঠে নামতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৭ রান। পোলস্টারের পক্ষে সৌম্যদ্বীপ দে ১৫ রানে ৩ টি,তন্ময় সূত্রধর ১৩ রানে এবং আক্ষত দেবনাথ ২৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় পোলস্টার ক্লাব। দলের পক্ষে ওপেনার সৌম্যদ্বীপ দে ৬২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে স্নেহাংশ রায় ২৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং অংশুমান দত্ত ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট আসরে শ্বাসরুদ্ধকর জয় এগিয়ে চলোর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবারের ম্যাচে একপ্রকার শ্বাসরুদ্ধকর জয় পেল এগিয়ে চলো সংঘ।ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত চলতি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এদিন এগিয়ে চলো সংঘ নেপকো মাঠে ৬ রানে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ এন এস আরসিসিকে। সকালে এগিয়ে চলো টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ২১০ রান। মূলত ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুমন যাদব(২৯), অর্চিত ভৌমিক(৩০), স্নেহাল দত্ত(৪৬), অর্ণব দেববর্মা(২১) ও স্বস্তিক দেবনাথের(২৯) হাত ধরেই ইনিংসে এই রান তুলে এগিয়ে চলো। আরসিসির বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি করে উইকেট নেয় অংশ বাটনগর ও সাতব্বিক ঘোষ। জবাবে জয়ের জন্য ২১১ রানের টার্গেট নিয়ে আরসিসি ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের ৫ বল আগে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান তুলতে সক্ষম হয়।
রাজদীপ দেবের ৩৭ রান ও উজ্জ্বল প্রকাশ রায়ের অপরাজিত ৫৩ রান ছিল আরসিসির ব্যাটসম্যানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তবে জয়ী দলের স্নেহাল দত্ত ব্যাট হাতে নিয়ে একাই তুলে নিয়ে চারটি উইকেট।

জয় অব্যহত রেখে এগিয়ে চলছে চাম্পামুড়া সেন্টার

মডার্ণ ক্রিকেট আকাদেমি - ৮১ — চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার- ৮২/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিজয়রথ অব্যাহত চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের। টানা ৬ ম্যাচে জয় পেয়ে গ্রুপের শীর্ষে কর্ণ দেবনাথের ছেলেরা। শনিবার চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার অনেকটা হেলায় পরাজিত করে মডার্ণি ক্রিকেট আকাদেমিকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। ওয়েস্ট নোয়াবাদি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার জয়লাভ করে ৭ উইকেটে। চাম্পামুড়ার বোলারদের সাড়াশি আক্রমনে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মডার্ণ ক্রিকেট আকাদেমি ৮১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রোনি দাস ৪২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী ৭৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের পক্ষে তানিস্ক চক্রবর্তী ১৩ রানে এবং নিলয় শীল ২০ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ১৯.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সন্দীপন দাস ৩৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে অনুরাগ দাস ৬০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং তানিস্ক চক্রবর্তী ৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। মডার্ম ক্রিকেট আকাদেমির যশ কর্মকার ১২ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

কোহলি ফিট থাকলে বাদ পড়তেন, ফাঁস করলেন শ্রেয়স

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন শ্রেয়স আয়ার। ৩৬ বলে ৫৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস উপহার দেন প্রাক্তন নাইট অধিনায়ক। মোট ৯টি চার ও দু’টি ছক্কার সৌজন্যে গড়েন এই ইনিংস। শুভমন গিল ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেলেও শ্রেয়সের ঝোড়ো ব্যাটিং ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়ে যায় ইংল্যান্ডের হাত থেকে।
ম্যাচ শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দেন শ্রেয়স। সেখানে জানান, বিরাট কোহলি ফিট থাকলে প্রথম একাদশে সুযোগ পেতেন না। বুধবার রাতেই তিনি জানতে পারেন, প্রথম এক দিনের ম্যাচে খেলতে চলেছেন। শ্রেয়স বলেছেন, “বুধবার রাতে রোহিত ভাই আমাকে বলেছিল আজ খেলতেও পারি। কারণ, বিরাট ভাইয়ের হাঁটুতে চোট ছিল। ও ফিট থাকলে প্রথম একাদশে আমি সুযোগ পেতাম না।”
শ্রেয়স চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে বিরাট ফিট হয়ে ফিরলে তিনি কি আর সুযোগ পাবেন? এক দিনের ক্রিকেটের অভিষেক ম্যাচে ওপেন করে ১৫ রানে আউট হয়ে যান যশস্বী জয়সওয়াল। পরের ম্যাচে বিরাট ফিরলে শুভমনকে ওপেন করতে পাঠানো হতে পারে। যশস্বীকে দলের বাইরে রাখা হতেই পারে। সে ক্ষেত্রে শ্রেয়স সুযোগ পেতে পারেন। তিনি যদিও সুযোগ পাওয়া নিয়ে ভাবছেন না। শ্রেয়সের কথায়, “পরের ম্যাচে কী হবে তা এখন থেকে ভাবছি না। এই ম্যাচে ভাল খেলতে চেয়েছিলাম। সেই লক্ষ্যে সফল হয়েছি।”
৮৭ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন শুভমন গিল। এক দিনের ক্রিকেটে সাধারণত ওপেন করতেন। এ দিন তিন নম্বরে ব্যাট করতে হয়। ১৯ রানে দুই উইকেট হারানোর পর থেকে শ্রেয়সের সঙ্গে জুটি গড়েন তিনি। তিন নম্বরে নেমে নতুন করে কি শুভমনকে মানিয়ে নিতে হল? ভারতের সহ-অধিনায়কের উত্তর, “টেস্টে তো তিন নম্বরেই ব্যাট করি। মানিয়ে নেওয়ার মতো কিছু নেই। ওপেনার দ্রুত ফিরে গেলে এক রকম মানসিকতা নিয়ে ব্যাট করতে হয়। ওপেনিং জুটি বড় হলে আমাকে নেমেই আগ্রাসী শট খেলতে হয়। এর চেয়ে বেশি মানিয়ে নেওয়ার মতো কিছু নেই।’
সহ-অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচে কী ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হল শুভমনকে? তাঁর উত্তর, “রোহিত ভাই আমার সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। আমার থেকে অনেক পরামর্শও চেয়েছে। রোহিত ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে পেরে ভাল লাগছে।’শুভমন ও শ্রেয়স দু’জনেই রিভার্স সুইপ মারেন ইংল্যান্ড স্পিনারদের বিরুদ্ধে। দল থেকেই কি রিভার্স সুইপ খেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? শুভমন সাফ বলেন, “দল থেকে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয় না। স্পিনারদের বল ব্যাটে আসছিল না। অনেক বেশি ঘুরছিল। সোজা শট নেওয়া যাচ্ছিল না। তাই সুইপ ও রিভার্স সুইপ খেলে স্কোরবোর্ড সচল রাখতে হয়েছে। পেসারদের বিরুদ্ধে সহজেই শট নেওয়া যাচ্ছিল।’দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ রবিবার। তার মধ্যে ফিট হয়ে যেতে পারে বিরাট। ভারতীয় মহাতারকা দলে ফিরলে শুভমনকে ওপেন করতে হয় কি না সেটাই দেখার।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আইএমএ'র কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে সরকারের অগ্রাধিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী: রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বর্তমানে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের মানুষ এখন হাসপাতালগুলিতে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন। রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এজন্য গড়ে তোলা হচ্ছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। আজ সন্ধ্যায় আগরতলার সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়ামে দুইদিন ব্যাপী ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে ৫৫তম অল ত্রিপুরা মেডিক্যাল কনফারেন্সের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষাতেও সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে তিনটি মেডিক্যাল কলেজ,

ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবায় প্রধান স্তম্ভ হচ্ছেন চিকিৎসকগণ। চিকিৎসকদের সম্মান সমাজে অনেক উপরে। চিকিৎসকগণ সাধারণ মানুষের কাছে থেকে সেবা করার সুযোগ পান। মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসা পরিষেবায় রাজ্যের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখার আহ্বান জানান। তিনি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা শাখার এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রবীণ চিকিৎসকদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা এই স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, ডা. সৌমিত্র মল্লিক, ডা. বাসব ঘোষ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. অভিজিৎ সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডা. জয় চক্রবর্তী।

শ্বশুরবাড়ি থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী: শ্বশুরবাড়ি থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছে এক গৃহবধূ। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর হদিশ পাওয়া যায়নি। ওই ঘটনায় অন্তর্গত ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ গৃহবধূর মার অভিযোগ, তার মেয়েকে মানসিক ভাবে নির্যাতন করত।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পূর্ব থানার অন্তর্গত ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের গৃহবধূ পারমিতা দাস শ্বশুরবাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। কিন্তু গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন ওই বিষয়ে জানতে চাইলে তারা কিছুই জানেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

এদিকে গৃহবধূর মার অভিযোগ, তার স্বামী সঞ্জু ঘোষ সহ শ্বশুড়বাড়ির লোকজন তাকে মানসিক ভাবে নির্যাতন করতো। গত চার বছর আগে সামাজিক মতে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সন্তানের মা হতে পারেন নি পারমিতা। সন্তানের জন্য শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সদস্যরা এবং স্বামী তার উপর শারিরীক এবং মানসিক নির্যাতন করত। এমনকি তার মা দেখা করতে আসলে কথা বলতেও দেওয়া হত না তাকে। ওই ঘটনায় তার মা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিগমের ১৬নং ওয়ার্ডের কাজ দেখলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি : পুর নিগমের ১৬ নং ওয়ার্ডের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার। সম্প্রতি তিনি এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগ শুনেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে, মেয়র দীপক মজুমদার ১৬ নং ওয়ার্ডের রামনগর ৬ নং রাস্তা এবং বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুল ও ৬ নং উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের এলাকা পরিদর্শন করেন। এই এলাকায় রাতের বেলা অন্ধকার থাকায় অসামাজিক কাজকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা মেয়রকে জানান। এই সমস্যার সমাধানে মেয়র ওই এলাকায় লাইট বসানোর আশ্বাস দিয়েছেন।এছাড়াও ১৬ নং ওয়ার্ডের কিছু কিছু ড্রেনের মেরামতের কথা স্থানীয়রা মেয়রকে জানান। মেয়র অবিলম্বে ড্রেনগুলির সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে বর্ষাকালে জল জমে না থাকে এবং এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।

মেয়র দীপক মজুমদার জানান, শুধু ১৬ নং ওয়ার্ড নয়, পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডের উন্নয়নে সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি পুর নাগরিকদের কাছ থেকে আরও কিছু সময় চেয়েছেন, যাতে প্রতিটি ওয়ার্ডের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করা যায়।পাশাপাশি তিনি পুর নাগরিকদের উন্নয়নে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নাগরিকদের মতামত ও পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর মাধ্যমেই শহরের উন্নয়নকে আরও গতি দেওয়া সম্ভব।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: কৈলাসহর কীর্তনথলি এলাকায় শনিবার দুপুর বেলা স্কুটি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক ব্যক্তি। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তিনি সংকটজনক অবস্থায় জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, জলাই এলাকার বাসিন্দা জিতেন্দ্র গোপ কাজের সুবাদে শহরে এসেছিলেন। কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে কীর্তনথলি এলাকায় যাবার পর একটি ছাগল উনার স্কুটির নিচে পড়ে যায়। এই ছাগল রক্ষা করার জন্য তিনি চেষ্টা করলে, দুর্ঘটনার কবলে পড়েন স্কুটি নিয়ে। তিনি রাস্তার মধ্যে উল্টে পড়ে যান এবং গুরুতরভাবে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর পাঠায় কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তিনি সংকটজনক অবস্থায় জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্তদের দাবি আদায়ে কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঃ আশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বর্তমানে কর্মরত সার্ভিসমেনদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ও পাওনা পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এক্স সার্ভিসম্যান সেল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই কথা হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার সাহার উপস্থিতিতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এক্স সার্ভিসম্যান সেলের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রাজ্যের সব কয়টি সাংগঠনিক জেলা থেকে প্রতিনিধি রূপে এক্স সার্ভিসম্যান সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, রাজ্যের দীর্ঘদিন ধরেই অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের সংগঠন সক্রিয় ছিল না। সেই সংগঠনকে পুনরোজ্জীবিত করতে আজকের এই বৈঠক। পাশাপাশি আজকের বৈঠক থেকে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সংগঠনের পদাধিকারীদের নাম নির্বাচিত করে দিল্লিতে পাঠানো হবে সেখান থেকে ঘোষণা করা হবে পদাধিকারীদের নাম।

তিনি আরো বলেন, আগামী দিনে রাজ্যের মধ্যে সকল অবসর প্রাপ্ত সার্ভিসম্যানদের সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন দাবি সহ বর্তমানে কর্মরত সার্ভিসমেনদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ও পাওনা পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এক্স সার্ভিসম্যান সেল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এর জন্য দলীয় কর্মকর্তারা হয়।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার থেকে শুরু হল দুদিন ব্যাপী শিশু উৎসব রামনগর ৮ নং রাস্তার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব নবজাগরণ ক্লাবে। রামনগর ৮ নং রাস্তার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব নবজাগরণ ক্লাব সারা বছরে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়ে রাখে। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয় শিশু উৎসব।তারই অঙ্গ হিসেবে এ বছর ৮ই ফেব্রুয়ারি শনিবার থেকে শুরু হল দুদিন ব্যাপী শিশু উৎসব।

আজ সকালে অনুষ্ঠিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। প্রায় চার শতাধিক শিশু এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মোট চারটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী পড়বে উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি গৌতম রায় সম্পাদক বিষ্ণুপদ ধর সহ ক্লাব সদস্যরা।

নেশা থেকে মুক্তি পেতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: নেশা থেকে মুক্তি পেতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি জানালো মাদকাসক্ত যুবক। এক বিরল পরিস্থিতি সোনামুড়া থেকে উঠে এলো।

আজ এক মাদকাসক্ত যুবক বলেন, সমাজে নেশায় আসক্ত হয়ে যুবকরা বিভিন্ন অপরাধজনিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। ওই যুবকরা ভালো পরিবারের থেকে বড় হয়েও নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। নেশা আসক্ত হয়ে পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার নাম রামু দাস। তার বাড়ি উদয়পুর ড্রপ গেট। তার মা বাবা তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। সে আরও বলে, রাজ্যের আনাচে-কানাচেতে নেশা সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। বিগত দিনে রাজ্যে এই ভাবে নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করা হত না। তাই সে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট সমাজের যুবকদের নেশা থেকে মুক্তি দিতে কোনো পদক্ষেপ নিতে কাতর আবেদন জানিয়েছেন।

নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৮ ফেব্রুয়ারি: খোয়াই শহরে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক যুবকের রহস্যমৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম রোনাল দেববর্মা (২১)। যুবক রতনপুর নবীন ঠাকুর পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে তাদের খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, রোনাল দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে ওই কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল।তবে, যুবকের মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। যুবকের পরিবার শোকে মুহ্যমান।

চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার, গাড়ি সহ কুখ্যাত ৪ চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: চুরি যাওয়া বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার, একটি গাড়ি সহ চার জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী।

পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, চলতি মাসে ১ ফেব্রুয়ারি কামার পুকুর পাড়স্থিত এস কে জুয়েলারিতে চোরের দল হানা দিয়েছিল। চোরের দল সব স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান সামগ্রী সহ নগদ টাকা নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ওই দোকানের মালিক স্বপন কুমার বণিক পূর্ব আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। তাছাড়া, বেশ কিছু দিন আগে একটি গাড়ি চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করে পুলিশ। তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চুরি করার বিষয়টি স্বীকার করেন। তাঁদের কাছ থেকে স্বর্ণালঙ্কার এবং গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ওই গাড়িটি চুরির কাজে ব্যবহৃত করার জন্যই রাখা হয়েছিল। শহরের বিভিন্ন সিসি টিভি ক্যামেরা খতিয়ে গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে তোলা হবে। ধৃতরা হলেন, বাবুল দত্ত, উত্তম সরকার, জয়নাল হোসেন এবং মিঠুন মাদ্রাজি।

রেলওয়ে কলোনিতে এনএফ রেলের উচ্ছেদ অভিযান

গুয়াহাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বেদখলদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। অননুমোদিত দখলের ফলে ট্রেন পরিচালনে বাধার সৃষ্টি হয়, সুরক্ষার ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অন্তরায় হয়ে পড়ে। এছাড়া এ ধরনের দখল অপরাধমূলক কার্যকলাপ ও মাদক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে এবং অঞ্চলের সুরক্ষার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্ত কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে এবং রেলওয়ে সম্পত্তি ও রেলওয়ে কমিউনিটির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আজ শনিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বার্তায় লেখা হয়েছে, এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের নিউ গুয়াহাটি কমপ্লেক্সে ৭ ফেব্রুয়ারি উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) সাহায্যে নিউ গুয়াহাটির ২০ জন রেলওয়ে আধিকারিক ও কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশের ২৪ জন আধিকারিক ও কর্মচারীর উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ (এসিপি), চানমারির তত্ত্বাবধানে অভিযানটি পরিচালিত করা হয়।

উচ্ছেদ অভিযানে ৬৮টি অননুমোদিত কোয়ার্টার খালি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এ মাসের মধ্যে মোট ১০৩টি কোয়ার্টার দখলমুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে উচ্ছেদিত রেলওয়ে কোয়ার্টারে অবৈধভাবে প্রবেশের অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উচ্ছেদের আগে এসিপি চানমারি সমস্ত কর্মচারীর সাথে আলোচনা করে অভিযানটি উপযুক্ত পদ্ধতিতে, বৈধভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করা নিশ্চিত করেন। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে এই উচ্ছেদ অভিযান মসৃণভাবে চালানো হয়েছে।

অননুমোদিত দখলদার সরানোর জন্য একই দিনে অন্য আরেকটি পৃথক উচ্ছেদ অভিযান উত্তরপুর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের মালিগাঁও এবং পাণ্ডু অঞ্চলে পরিচালনা করা হয়। কামাখ্যা পোস্ট থেকে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং জালুকবাড়ি থানার স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সফলভাবে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় কোনও বাধা ছাড়াই ১০টি রেলওয়ে কোয়ার্টার থেকে অবৈধ দখলদারদের মসৃণভাবে উচ্ছেদ করা হয়। রেলওয়ে সম্পত্তি রক্ষা করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অননুমোদিত দখল প্রতিরোধ করতে ক্রমাগতভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি আইনি নিয়ম মেনে চলতে এবং অকর্তৃত্বশীল দখল খালি করার আহ্বান জানানো হয়েছে। চলমান পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নে সুবিধা প্রদান করার পাশাপাশি সুরক্ষিত ও দক্ষ ট্রেন পরিচালন নিশ্চিত করতে রেলওয়ে প্রশাসন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বলা হয়েছে প্রেস বার্তায়।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: আজ কৈলাশহরের বালিকা বিদ্যালয়ে বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা সংস্থার তরফে মোট ১২টি স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক গণিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাজেশন বই বিলি করা হয়েছে।এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত ক্লিকদার, কৈলাশহর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ জামাল উদ্দিন, উক্ত সংস্থার যুগ্ম কনভেনার মোহাম্মদ আব্দুল হক, প্রধান শিক্ষক রামনাথ রায় সহ আরো অনেকেই। উক্ত সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে। গত ১৮ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এর ভালো ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। এই সংস্থাটি সমস্ত ত্রিপুরায় এইভাবে সাজেশন বিলি করে থাকে।

'মৃত' ব্যক্তি ফিরে এলেন কাঁথির বাড়িতে

পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাগজকলমে যে ব্যক্তি মারা গিয়েছেন, তিনিই সশরীরে হাজির। প্রথমে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলেন বাড়ির লোকজনরা। পরে সম্বিত ফিরতে চোখ থেকে দু'গাল বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা।

১৮ বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তিনি ফিরে আসতেই ওই পরিবার ও এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে যায়। ঘটনাটি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এক নম্বর ওয়ার্ডের ছোট দারুয়া এলাকার।

জানা গিয়েছে, নিখোঁজ হওয়ার ১০ বছর পর ইসমাইলের মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়ে, সরকারি ডেথ সার্টিফিকেট পেয়ে যায় ওই পরিবার। এদিকে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন ওই যুবক। মুম্বইয়ের একটি সরকারি হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করতেন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে মুম্বইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাঁর চিকিৎসা চলে। ধীরে ধীরে তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন। স্মৃতি ফিরতেই তিনি বাড়ি ফেরার জন্য আকুল হয়ে পড়েন। ইসমাইলকে নিয়ে হাজির হন মুম্বইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

নির্বাসন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাইলো আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা থেকে ট্রাম্পের দ্বারা অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের অমানবিকভাবে দেশে ফেরত পাঠানোর বিরুদ্ধে ভারত সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছে আমরা বাঙালী দল।

উল্লেখ্য, আজ শিবনগরস্থিত আমরা বাঙালী রাজ্য কার্যালয়ের সামনে আমেরিকা থেকে অমানবিক ভাবে ভারতীয় নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত ২০ শে জানুয়ারী শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বারের মতো ক্ষমতা দখলের পরেই ডনাল্ড ট্রাম্প ভারত সহ বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীদের আমেরিকা থেকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর কাজে হাত দিয়েছেন। ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন যে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসা বাণিজ্য সহ ভালো কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। শোনা যায় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রাম্পের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। এমতাবস্থায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে ভারতীয় নাগরিকদের হাতকড়া ও পায়ে শিকল পরিয়ে

জোর করে ভারতে পাঠানো হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী এবং এই সম্পর্কে ভারত সরকারের নীরবতা ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর নীরবতায় দেশবাসী লজ্জিত বোধ করছেন বলে দাবি আমরা বাঙালীর।

আজ আমরা বাঙালী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আমেরিকার মানবতা বিরোধী আচরণের ও ভারত বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। এই কর্মসূচিতে আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে যে অবিলম্বে ট্রাম্পের এই ধরনের আচরণের তীব্র বিরোধিতা করা হোক।

আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, প্রয়োজন হলে ভারত সরকার এই ব্যাপারে আমেরিকার সাথে আলোচনা করে অবৈধ ভারতীয় নাগরিকদের সসম্মানে আনার ব্যবস্থা করুক। হয়তো কিছু ভারতীয় বাঁচার তাগিদে বা দালালদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, তাদের এই অমানবিক ভাবে ফেরত পাঠানোর প্রচেষ্টাকে রুখে দিয়ে নিজ দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। কারণ বিশ্বায়নের যুগে মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছে কর্মসংস্থানের জন্য। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। দরকার হলে আন্তর্জাতিক আইন মেনে ফেরত পাঠানোর প্রচেষ্টা করা হোক। আমেরিকার ফেরত পাঠানোর ঢং কে এভাবে নীরবে মেনে নেওয়া যায় না। তাই ভারত সরকারের এই ব্যাপারে দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছে আমরা বাঙালী দল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas